Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রুবিনা ইয়াসমিন খান

রোলঃ ২৩১০০১২১১৬১

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রুবিনা ইয়াসমিন খান

রোলঃ ২৩১০০১২১১৬১

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রুবিনা ইয়াসমিন খান, আইডিঃ ২৩১০০১২১১৬১ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

রুবিনা ইয়াসমিন খান

আইডিঃ ২৩১০০১২১১৬১

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ 7

যাকাত কী? 8

যাকাতের নামকরণের কারণ: 10

কুরআন ও সুন্নাহে ব্যবহৃত যাকাতের সমার্থক পরিভাষাসমূহঃ 10

যাকাতের গুরুত্ব ও ফযিলত: 11

যাকাত ইসলামী অর্থনীতির প্রধান উৎস 15

ইসলামী শরীআতে যাকাতের হুকুম ও তার অবস্থানঃ 17

যাকাতের হকদারঃ 18

যাদের যাকাত দেয়া উত্তমঃ 20

যাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই: 21

যাকাতের নিয়তঃ 21

যাকাত ফরজ হওয়ার সময়ঃ 22

যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলি: 22

১. মুসলিম হওয়া: 22

২. বালিগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া: 23

৩. বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া: 23

৪. স্বাধীন ব্যক্তি হওয়া: 24

৫. নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা: 24

৬. সম্পদের ওপর পূর্ণ মালিকানা: 24

৭. যৌথ মালিকানাভুক্ত সম্পত্তির যাকাত: 25

৮. হারাম সম্পদের যাকাত: 25

যাকাত আদায় ওয়াজিব হওয়ার সময়ঃ 26

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহঃ 26

‘ওয়াসাক’-এর পরিমাণ: 28
আউকিয়ার পরিমাণ: 28
যাকাতযোগ্য সম্পদের শ্রেণীবিভাগ ও নিসাবঃ 29
ক) নিসাব কি? 29
খ) যে সকল সম্পদের যাকাত দিতে হবে বা যাকাতযোগ্য সম্পদের শ্রেণীবিভাগ: 30
যাকাতযোগ্য সম্পদঃ 31
১) সোনা-রূপা : 31
২) ব্যাংক নোটঃ 31
৩) মৃত ব্যক্তির যাকাতঃ 32
৪) বহির্বিশ্বে রক্ষিত সম্পদের যাকাত: 32
৫) কয়েদি বা সাজাপ্রাপ্ত আসামির যাকাত: 33
৬) মুসাফিরের যাকাত: 33
(ii) গবাদিপশুর যাকাতঃ 36
উশরের আহকাম: 38
উশরী ভূমি কোনগুলো 39
(iii) ব্যবসায়িক মালের যাকাত: 41
(v) ঋণের ক্ষেত্রে যাকাত 44
(vi) কোম্পানির যাকাতের নীতিমালাঃ 48
(vii) যৌথ মূলধনী কোম্পানির যাকাত 49
(viii) জমিজমা ও ইজারা সম্পত্তির যাকাত 50
(ix) গুপ্তধনের যাকাত 51
(x) তৈজসপত্রের যাকাত 53
(xi) পোশাক-পরিচ্ছদের যাকাত 53
চাকুরিজীবীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত টাকার যাকাত আদায়ের বিধানঃ 53

ব্যাংকের টাকা ও কোম্পানির শেয়ারের যাকাত:.....55
যাকাত অনাদায়ে শাস্তি:.....55
উপসংহার.....57

ভূমিকাঃ

যাকাত ইসলামের তৃতীয় রুকন ও বুনিয়াদি ফরজ বিধান হিসাবে পরিচিত। যাকাতের মাঝে একদিকে যেমন আল্লাহর হক আছে, তেমনই দরিদ্র এবং যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিদেরও হক জড়িত। ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম সৌন্দর্য যাকাত। বর্তমান বিশ্বের চলমান অর্থব্যবস্থায় বিত্তশালীদের ওপর "দান আবশ্যিক" করার কোনো ধারণা নেই; কেবল ইসলামেই যাকাত ও অন্যান্য ওয়াজিব সাদাকার ধারণা রয়েছে। সমাজে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় ইসলামি অর্থনীতি যাকাতের মাধ্যমে যে অবদান তৈরি করেছে, তার তুলনা নেই।

যাকাত ইসলামের কোন নতুন বিধান নয়; বরং প্রত্যেক নবীর উম্মতকেই যাকাত আদায়ের ব্যাপারে তাকীদ করা হয়েছে। যাতে কেবল একটি শ্রেণীর মানুষের মাঝে ধন-সম্পদ আবর্তন না করে। বরং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ; বিশেষ করে যারা তা উপার্জনে অক্ষম তাদের কাছেও নির্দিষ্ট একটা অংশ এসে তাদের জীবন-ধারণ সহজ করতে পারে।

সমাজের গরীব-দুঃখী, অনাথ-বিধবা ও ঋণ বা দুর্যোগগ্রস্ত অসহায় মানুষদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনকারী ধনীর সংখ্যা নেহাতই কম। পরন্তু তাঁরা এই সহানুভূতিকে কেবল অনুগ্রহই মনে করে থাকেন। যার ফলে অভাবীদের অধিকার সঠিকরূপে আদায় হয় না। আল্লাহর হক জেনেও সে হক আদায় করতে অনেকে ফাঁকিবাজি ও গড়িমসি প্রদর্শন করে থাকেন। আর তার জন্যই আজ সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ এত অবহেলিত, পশ্চাদপদ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অভাবী। এক শ্রেণীর মানুষ অপরাধী এবং অন্য এক শ্রেণীর মানুষ শিক্ষাহীন অজ্ঞ । আর এক শ্রেণীর মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবন ধারণ করে থাকে। সৃষ্টিকর্তা মহান প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা বড় ন্যায়পরায়ণ বাদশা। তিনি নিজের অধিকার দান করেছেন ঐ সকল অভাবী মানুষদেরকে এবং (ভিখারী নয় বরং) আদায়কারী নির্ধারিত করে বন্টনকারীর হাতে তার বিলি-বন্টনের ব্যবস্থা করেছেন। আর তিনি তাতে স্বীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন গরীবদের প্রতি এবং ধনীদের প্রতিও।

এই ধন-বন্টনের মাঝে রয়েছে সেই সুখময় জীবন, যার ওয়াদা তিনি আমাদেরকে দান করেছেন। অর্থাৎ, মুমিন অবস্থায় পুরুষ অথবা নারী যে কেউই সৎকর্ম করবে তাকে

আমি অবশ্যই আনন্দপূর্ণ জীবন দান করবো এবং তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাদেরকে প্রদান করব। (সূরা নাহলঃ৯৭ আয়াত)

আসুন! আমরা যারা ধনী, তাঁরা আল্লাহর হক আদায় করার মাধ্যমে সৎকর্ম এবং আনন্দময় জীবন লাভ করি। গরীব ভাইদের হক আদায় করে ধনকে ও মনকে পবিত্র করি এবং তার দ্বারা আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রসনা, কলম ও তরবারির জিহাদকে পরিপুষ্ট করি। ভোগের জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকার করে ইহ-পরকালের চিরসুখ অর্জন করি।

যাকাত কী?

যাকাত মানে পবিত্রতা, বরকত, বর্ধনশীলতা। যেহেতু যাকাত আদায় করে মুসলিম নিজের আত্মা ও মালকে পবিত্র করে, তাই ইসলামী পরিভাষায় তাকে যাকাত বলা হয়। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাকাতের মূল অর্থ হলো—পবিত্রতা, বৃদ্ধি, বরকত ও প্রশংসা। এ সবকটি অর্থে 'যাকাত' শব্দটি কুরআন ও হাদিসে ব্যবহৃত হয়েছে।

যাকাত ফরজ হয় মক্কায় এবং তার বিস্তারিত বিবরণ অবতীর্ণ হয় মদিনায়। ইসলামের অগণিত বিধানের মধ্য থেকে পাঁচটি বিধানকে ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভ বলে ঘোষণা করেছেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। শুধু এগুলিই ইসলাম নয়। ইসলামে আরো অগণিত ফরজ দায়িত্ব রয়েছে। তবে এ পাঁচটি হচ্ছে সকল দায়িত্বের মধ্যে প্রধান ও মূল। এ পাঁচটি স্তম্ভ মানব জীবনের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কেন্দ্রিক ও সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ইসলামকে পাঁচটি বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে: বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্ব আদায় এবং রমযান মাসের সিয়াম পালন করা।

ইসলামের অসংখ্য ফরজ ইবাদতের মধ্যে সালাতের পর সবচেয়ে বেশি যাকাতের কথা কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি যাকাতকে প্রায় ৮২ জায়গায় গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

“আর তোমরা নামায কায়েম কর যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকুকর।”

(সূরা বাকারাহ: ৪৩ আয়াত)

কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমায়ে উম্মত দ্বারা যাকাত ফরজ হওয়া প্রমাণিত। যে ব্যক্তি যাকাতকে অস্বীকার করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি অবহেলা করে আদায় করবে না সে ফাসিক এবং কঠিন শাস্তিযোগ্য হবে। পূর্বের সকল আসমানী শরীয়তে যাকাতের বিধান ফরজ ছিল। কুরআন মাজীদে সালাতের সাথে ৮২ বারের মত যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে তাকিদের সহিত বলা হয়েছে যে, বিত্তশালী মুসলমানদের সম্পদে যাকাত পরিমাণ অংশ গরীব-মিসকীনদের হক বা অধিকার। এটা গরীবের প্রতি ধনীদের দয়া বা অনুগ্রহ ও করুণা নয়। যারা যাকাত আদায় করে না তাদের কাফির-মুশরিক বলা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ রয়েছে। আর তাদেরকে কিয়ামতের দিন অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে । যাকাতের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত, সামাজিক অনেক উপকার। ব্যক্তিগত যাকাত আদায়কারী পাপমুক্ত হয়, কার্পণ্য থেকে বাঁচতে পারে, আত্মশুদ্ধি লাভ হয়, এলাহী মহব্বতের মধ্যে সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং আখেরাতে অনেক নেকীর অধিকারী হয়। আর সামাজিক উপকার হলো দারিদ্র বিমোচন, আর্তমানবতার সেবা এবং ইসলামী বায়তুলমাল গঠনের মাধ্যমে সমাজকে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, লুণ্ঠন ও আত্মসাৎ ইত্যাদি বড় বড় অপরাধ থেকে মুক্ত করা।

বছর ঘুরলেই যথাসময়ে যাকাত আদায় করতে হবে। যেহেতু আদায় দিলে দায়মুক্ত হওয়া যাবে এবং হঠাৎ কিছু হয়ে গেলে ঘারে ঋণ নিয়ে থেকে যাওয়ার ভয় দূর হয়ে যাবে। এছাড়া ফল-শস্যের যাকাত তো ঝাড়াই-মাড়াই-এর দিন সত্তর আদায় করতেই হবে। যেহেতু সেটা আল্লাহর স্পষ্ট হুকুম।

যাকাতের নামকরণের কারণ:

যাকাত শব্দের অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। রিবা (সুদ) অর্থও বৃদ্ধি পাওয়া তবে যাকাত ও রিবার মধ্যে পার্থক্য আছে। যাকাত সম্পদের বরকত ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সম্পদ পবিত্র করে। অপর দিকে রিবা সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে কিন্তু বরকত নষ্ট করে। এজন্য মহান রব্বুল আলামীন বলেন-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ।

'তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার'। (সূরা তাওবা, আয়াত নং-১০৩)

আল্লামা শাওকানী বলেন, কোন জিনিস বৃদ্ধি পেলে এই শব্দ বলা হয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া। খুব বেশি কল্যাণময় হলে তা বলা হয়। আর ধন-সম্পদের একটা অংশ বের করে দিলে যাকাত/প্রবৃদ্ধি পাওয়া বলা হয়। অথচ তা কমে। তা বলা হয় এজন্যে যে, যাকাত দিলে তার বরকত বেড়ে যায় বা যাকাত দাতা অধিক সওয়াবের অধিকারী হয় এজন্য যাকাতকে যাকাত নামকরণ করা হয়।

কুরআন ও সুন্নাহে ব্যবহৃত যাকাতের সমার্থক পরিভাষাসমূহঃ

কুরআন ও হাদীসে যাকাতের সমার্থবোধক বা কাছাকাছি অর্থের আরো কিছু পারিভাষিক শব্দ পাওয়া যায়। এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো—

ক. সাদাকা (الصدقة)

কুরআন ও হাদীসে কখনো কখনো 'যাকাত' (সুনির্ধারিত আবশ্যকীয় দান) অর্থে 'সাদাকা' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। রাসূল সা. বলেছেন, "পাঁচ ওয়াসাকের কম ফসলে সাদাকা নেই।" মুয়ায ইবনে জাবাল রা.-কে ইয়ামানে প্রেরণের সময় রাসূল সা. বলেছিলেন, 'তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পদে সাদাকা ফরজ করেছেন, যা ধনীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে।' যাকাত সংগ্রহকারীকে 'মুসাদ্দিক' বা সাদাকা সংগ্রহকারী বলা হতো। উপরের আয়াত ও হাদীসগুলোতে 'সাদাকা' শব্দটি 'যাকাত' তথা 'অত্যাবশ্যকীয় দান'-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

খ. আতিয়্যাহ (العطية)

আল্লাহর উদ্দেশ্যে বা ভালোবাসার জন্য মানুষ যা কিছু দান করে তাই 'আতিয়্যাহ' হিসেবে গণ্য হয়। এ পরিভাষাটি যাকাত, সাদাকা, হেবা এবং অনুরূপ দানসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে।

গ. ইনফাক (الإِنْفَاق)

যাকাতের কাছাকাছি অর্থের আরেকটি পরিভাষা হলো 'ইনফাক'। ইনফাক একটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। যাকাত ও সাদাকাসহ পুণ্য ও কল্যাণের পথে সর্বপ্রকার ব্যয় ইনফাকের অন্তর্ভুক্ত। স্ত্রীকে মোহর প্রদান এবং পিতামাতার ভরণপোষণের ক্ষেত্রেও আল-কুরআনে 'ইনফাক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'ইনফাক' শব্দের সাথে 'ফি সাবিলিল্লাহ' বাক্যাংশ যুক্ত হলে সাধারণত আল্লাহর পথে জিহাদে অর্থব্যয় করাকে বোঝানো হয়।

যাকাতের গুরুত্ব ও ফযিলত:

(ক) যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি:

যাকাত মানে পবিত্রতা, বরকত ও বর্ধনশীলতা। যেহেতু যাকাত আদায় করে মুসলিম নিজের আত্মা ও মালকে পবিত্র করে, তাই ইসলামী পরিভাষায় তাকে যাকাত বলা হয়। আল্লাহ কর্তৃক মানব জাতির জন্য একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। আর যাকাত হল তার তৃতীয় স্তম্ভ। ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। (১) আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল—এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। (২)সালাত কায়েম করা (৩) যাকাত আদায় করা (৪) হজ্ব সম্পাদন করা এবং (৫) রমযানের সিয়াম পালন করা।

যাকাত ইসলামের অন্যতম একটি রুকন। আল্লাহ তাআলা কুরআনের অধিকাংশ জায়গায় নামাজ আদায়ের নির্দেশের পাশাপাশি যাকাত আদায়ের কথাও বলেছেন।

ইরশাদ হয়েছে-

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“তোমরা সালাত আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর। তোমরা যে উত্তম কাজ নিজেদের জন্য অগ্রে প্রেরণ করবে তা আল্লাহর নিকটে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখছেন।” (সূরা বাকারা: ১১০)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“তোমরা সালাত আদায় কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।” (সূরা নূর: ৫৬)

ইরশাদ হয়েছে-

وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

“এবং যারা সালাত আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে আমি তাদেরকে মহাপুরস্কার দিব।” (সূরা নিসা: ১৬২)

যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মুসলমানরা একটি ফরজ ইবাদত আদায় করেন। সুতরাং যাকাতের ধর্মীয় তাৎপর্য অপরিসীম।

- প্রথমত, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তর কলুষমুক্ত হয়। সম্পদের লোভ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি; এটির নিয়ন্ত্রণেই মানুষের কল্যাণ। যাকাত মানুষের কাছে এ সুযোগ এনে দেয়। প্রতিবছর যাকাত আদায় করলে মানুষের মন লোভ-লালসা ও কৃপণতার ব্যাধি হতে মুক্তি লাভ করে। আত্মার পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকার কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।
- দ্বিতীয়ত, যাকাত পাপমুক্তির সুযোগ এনে দেয়। মানুষের মাঝে সর্বদা সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির লড়াই বহমান। প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ পাপে লিপ্ত হয়। যাকাত ও সাদাকা প্রদান করলে আল্লাহ তায়ালা মানুষের গুনাহ মাফ করে দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

“তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো, তবে তা ভালো। কিন্তু যদি গোপনে দান করো এবং তা অভাবী লোকদের দাও, তবে তা তোমাদের নিজেদের জন্যই কল্যাণকর। আর তিনি (দানের কারণে) তোমাদের কিছু পাপ মোচন করে দেবেন। তোমরা যা করো, তিনি তার খবর রাখেন।” (সূরা বাকারা, ২ : ২৭১)

- তৃতীয়ত, যাকাত প্রদান করলে সম্পদ পবিত্র হয়। সম্পদ নিরঙ্কুশভাবে মানুষের অর্জন নয়। আল্লাহ পৃথিবীময় সম্পদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন। মানুষ চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করে তা অর্জন করে। তাই বলে সম্পদকে কেবল নিজস্ব

চেষ্টার ফল বলে ধরে নেওয়া যায় না। আমরা দেখি, বহু মানুষ প্রাণান্তকর চেষ্টা করেও সম্পদ উপার্জন করতে পারে না। আবার কেউ কেউ সহজেই বিশাল সম্পদের মালিক হয়। কারণ, রিযিকের প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতার রশি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার হাতে। তিনি ধনীদের সম্পদ দেওয়ার পাশাপাশি তাতে গরিবের হক রেখে দিয়েছেন। কুরআনের ভাষ্য—

"তাদের সম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক।" (সূরা যারিয়াত, ৫১: ১৯)

আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হক বলে এটিকে 'আল্লাহর হক' বলেও অভিহিত করা হয়। যাকাত আদায় না করলে ধনীর সম্পদে আল্লাহ ও গরিবের হক থেকে যায়। অপরের হক বিদ্যমান থাকায় সম্পদ পবিত্র হয় না। তাই যাকাত প্রদানের মাধ্যমে ধনীরা তাদের সম্পদে বিদ্যমান অপরের হক আদায় করতে সমর্থ হন। এভাবে তাদের সম্পদ পবিত্র হয়। সম্পদ পবিত্রকরণে যাকাতের ভূমিকার বিষয়ে রাসূল সা. বলেন, "আল্লাহ তো যাকাত ফরজ করেছেন তোমাদের অবশিষ্ট সম্পদকে পবিত্র করার জন্য।" (সুনানে আবু দাউদ)

চতুর্থত, যাকাত আদায় করলে সম্পদ নিরাপদ হয়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাকাত আদায় করলে সম্পদ পবিত্র হয়। পবিত্র সম্পদকে আল্লাহ তায়ালা বিপদাপদ ও দুর্যোগ হতে নিরাপদ রাখেন। আয়িশা সিদ্দীকা রা. বর্ণনা করেছেন "কোনো সম্পদে যাকাত মিশ্রিত হলে তা ঐ সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়।" অর্থাৎ যাকাত আদায় না করলে তা মূল সম্পদের সাথে মিশে যায়, ফলে তা ধ্বংস হয়। ভিন্নভাবে বললে, যাকাত আদায়ে সম্পদ নিরাপদ হয়।

(খ) যাকাত অস্বীকারকারী কাফির:

যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। আর ইসলামের কোন বিধানকে অস্বীকার করলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে কাফিরে পরিণত হবে। অতএব যদি কোন ব্যক্তি যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাহলে সে কাফির বা মুরতাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَإِن تَا بُوْا وَاَقَا مُو الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۚ اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"(সূরা আত-তাওবাহ, ৯ঃ৫)

ইবনু ওমর (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, 'আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত

প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর রাসূল, আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করল; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন হক থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত।'

রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মৃত্যুর পরে কুরাইশরা তাদের সম্পদের যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে আবু বকর (রা:) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী (সা:) মু'আয (রা:) কে ইয়ামেন দেশে (শাসক হিসেবে) প্রেরণ করেন। অতঃপর বলেন, "সেখানকার অধিবাসীদেরকে এ সাক্ষ্য দানের প্রতি আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত কর যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর প্রতি দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। যদি সেটাও তারা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত কর যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদে সাদাকাহ (যাকাত) ফরজ করেছেন যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন হবে।" সূরা হজ-এর ৭৮ নম্বর আয়াতে এসেছে,

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ

"তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহর দ্বীনকে আঁকড়ে ধরো।"

এর ব্যাখ্যাস্বরূপ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন,

"তোমাদেরকে একইসাথে নামাজ কায়েম ও যাকাত আদায়ের আদেশ করা হয়েছে। সুতরাং যে যাকাত আদায় করে না, তার নামাজ পূর্ণ হয় না।"

যাকাতের তাৎপর্য ও মূলকথা এবং যে বিষয়টি গোটা যাকাত-ব্যবস্থার মধ্যে দেহের শাণিত ধারার ন্যায় প্রবাহমান, তা হলো এটি সর্বাগ্রে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। এর বুনিয়াদি উদ্দেশ্য হলো, মন ও আত্মার পরিশুদ্ধি; অর্থাৎ কৃপণতা, স্বার্থপরতা, আমিত্ব এবং ফকির-মিসকিনের ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপহীনতা থেকে মনকে পবিত্র করা এবং অনাথ-অসহায়ের প্রতি হামদর্দি ও সহানুভূতির মাধ্যমে সম্পদে পবিত্রতা ও খায়ের বরকত আনয়ন করা।

যাকাতের মাধ্যমে একটি কল্যাণকর ও ইনসাফভিত্তিক বণ্টনব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করে। এতে সমাজে জনমানুষের স্বনির্ভরতা অর্জন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক প্রয়োজন পূরণ

এবং সমাজের প্রত্যেক মানুষের জন্য সম্মানজনক জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা। যাকাতের বিধানে সহিহ হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

“আল্লাহ তা’আলা তোমাদের ওপর যাকাত ফরজ করেছেন, যা সম্পদশালীদের নিকট থেকে গ্রহণ করে দরিদ্রদের নিকট পৌঁছে দেয়া হবে।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৯)

সমাজে ধনী-গরিবের ব্যবধান থাকবেই—এ ব্যাপারটি প্রাকৃতিক। মহান আল্লাহই যৌক্তিক কারণে এ ব্যবধান সৃষ্টি করেছেন। এই ব্যবধান না থাকলে পৃথিবীতে উৎপাদনের চাকা কোনো দিনই সচল থাকত না।

যাকাত ইসলামী অর্থনীতির প্রধান উৎস

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যার মধ্যে নিহিত আছে মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান। আর অর্থনৈতিক সমস্যা মানব জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশে দু'টি প্রধান অর্থনৈতিক মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। পুঁজিবাদ বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা।

এ্যাডম স্মীথের হাত ধরে যে পুঁজিবাদের যাত্রা তাতে শুধুই ব্যক্তিস্বার্থ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার গন্ধ। ব্যক্তির ভোগ ও তৃপ্তি চূড়ান্ত হতে হবে, সর্বোচ্চ পরিমাণ তৃপ্তি বা উপযোগ লাভের সর্বাত্মক চেষ্টা পুঁজিবাদের মূল দর্শন। সমাজের হতদরিদ্র বা বঞ্চিতদের জন্য ছাড় দেওয়ার কোন সুযোগ সেখানে নেই। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাও এর কোন সমাধান বের করতে পারেনি। আদর্শিকভাবে এই দুই বিপরীত মেরুর বিরুদ্ধেই ইসলামের অবস্থান। সুতরাং ইসলামী অর্থনীতি উল্লিখিত দুই অর্থনীতির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মকৌশলের দিক থেকে ভিন্ন। যেমন-

(ক) ইসলামী অর্থনীতির মূল উৎস হল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। অপরদিকে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা মানব রচিত। এ্যাডম স্মিথ, রিকার্ডো, মার্শাল, কার্লমার্কস, লেলিন প্রমুখ অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক এসব অর্থব্যবস্থার প্রবক্তা।

(খ) পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সম্পদের সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত। অপরদিকে ইসলামী অর্থনীতিতে পৃথিবীর সকল সম্পদের মালিক হলেন মহান আল্লাহ। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশিত পথে এ সকল সম্পদ মানুষ ভোগ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

(গ) পুঁজিবাদে উৎপাদনকারীর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি চলে মুনাফা অনুযায়ী, তাতে জনগণের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। আবার সমাজতন্ত্রে উৎপাদন চলে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী; এতে জনগণের ভোগের স্বাধীনতা থাকে না। অপরদিকে ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদন পদ্ধতিতে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণের দিকে নজর রাখা হয়।

(ঘ) পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থীতিতে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে হারাম ও হালাল যাচাই করা হয় না। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারা হালাল ও হারাম বিবেচনা করা হয়।

(ঙ) পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে শোষণের মূল ভিত্তি হল সুদ। অন্যদিকে ইসলামী অর্থনীতিতে সুদ সম্পূর্ণরুপে হারাম।

অতএব ইসলামী অর্থনীতির মধ্যেই মানব জাতির অর্থনৈতিক সকল সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে। আর ইসলামী অর্থনীতির প্রধান উৎস হল, যাকাত ব্যবস্থা। সামাজিক সাম্য অর্জনের অন্যতম মৌলিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবেই যাকাত বিবেচিত হয়ে থাকে। সমাজে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যাপক আর্থমৈষম্য হ্রাসের জন্য যাকাত অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার। যাকাত কোন স্বেচ্ছামূলক দান নয়; বরং দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত ও বিশেষ শ্রেণীর লোকদের জন্য আল্লাহ পূর্ব নির্ধারিত বাধ্যতামূলক পাওনা অর্থ। সামাজিক নিরাপত্তা অর্জন বিশেষতঃ দূস্থ ও অভাবগ্রস্তদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই যাকাতোর ক্ষেত্রে এত কঠোর তাগিদ রয়েছে।

উল্লেখিত আয়াত সমূহে আল্লাহ তা'আলা সম্পদের যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যবসায়িক মাল তা থেকে আলাদা নয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠালেন এবং বললেন, তারা যদি দিন-রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতকে মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে,

أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُمِنْأَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم

‘আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে ছাদাক্বাহ্ (যাকাত) ফরজ করেছেন। যেটা ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে’। আর ব্যবসায়িক সম্পদ হাদীছে উল্লিখিত মাল থেকে আলাদা নয়। অতএব তার উপর যাকাত ফরজ।

আল্লাহ বলেন,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم

‘আর তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক’ (যারিয়াত ৫১/১৯)।

ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) তাঁর কর্মচারী রূযাইক ইবনু হুকাইমকে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে,

أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنَ التِّجَارَاتِ مِن كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً دِينَاراً-

‘তোমার সামনে যে মুসলমানই আসবে তার ব্যবসায় ব্যবহৃত সব প্রকাশমান সম্পদ থেকে প্রতি চল্লিশ দীনারে এক দীনার যাকাত গ্রহণ কর’।

ইসলামী শরীআতে যাকাতের হুকুম ও তার অবস্থানঃ

প্রত্যেক মুসলিম স্বাধীন ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরজ যা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ। আবার ধনী-গরিবের ব্যবধান যেন আকাশ-জমিনের ব্যবধানের মতো না হয়ে যায়, ইসলাম সেদিকেও পূর্ণ দৃষ্টি দিয়েছে। সমাজের একটি শ্রেণীর কাছে সিংহভাগ সম্পদ কুক্ষিগত না হয়ে যায়, এ ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنك

"সম্পদ যেন কেবল বিত্তবানদের মাঝে আবর্তিত না হয়।" [সূরা হাশর: ৭]

সম্পদ যেন একটি জনগোষ্ঠীর কুক্ষিগত না হয়ে পড়ে, সেজন্য ইসলাম কার্যকরী দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ।

১) বাধ্যতামূলক দান:

এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো যাকাত। এর মাধ্যমে সমাজে অভাবী ও অসহায় মানুষের সহযোগিতা করা হয়। ধনী-গরিবের মধ্যকার আকাশ-জমিন তফাৎ লাঘব হয়।

২) ঐচ্ছিক নফল দান:

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ যাকাতের লক্ষ –উদ্দেশ্য (মাকাসিদে শারইয়াহ) নির্ধারণ করেছেন তিনটি; যথা-

ক) সম্পদ দানের মাধ্যমে দরিদ্রদের প্রতি সহমর্মী হওয়া;

খ) সম্পদের পবিত্রতা;

গ) ইবাদত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা।

মোটকথা, যাকাত আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও তাঁর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্রদের হক আদায় করা হয়। সমাজের

সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বন্টন ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় যাকাত ভূমিকা রাখে। যাকাতের মাধ্যমে ব্যক্তির সম্পদের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা নিশ্চিত হয়।

যাকাতের হকদারঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَ الۡمَسٰكِيۡنِ وَ الۡعٰمِلِيۡنَ عَلَيۡهَا وَ الۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوۡبُهُمۡ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الۡغٰرِمِيۡنَ وَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَ ابۡنِ السَّبِيۡلِ ؕ فَرِيۡضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ

“যাকাত হল কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে; এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” (সূরা তাওবাহ, আয়াত-৬০)

কুরআনুল কারীমে যাকাত প্রদানের আটটি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর খেলাফতকালে চিত্তাকর্ষণের জন্য যাদেরকে যাকাত প্রদান করা হতো, তাদেরকে যাকাত দিতে নিষেধ করেছেন। কারণ, তখন ইসলাম অনেক শক্তিশালী হয়ে গিয়েছিল। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের কেউ তাঁর সাথে মতানৈক্য করেনি। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের ইজমার ভিত্তিতে এই প্রকারটি যাকাতের হকদারের তালিকা থেকে বাদ হয়ে গিয়েছে।

ফলে যাকাত আদায়ের জন্য সাতটি শ্রেণী অবশিষ্ট রয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:-

১. দরিদ্র: অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। যে ব্যক্তি নেসাবের চেয়ে কম সম্পদের মালিক তাকে যাকাত দেওয়া জায়েজ হবে; যদিও সে সুস্থ ও উপার্জনশীল হয়।

২. নিঃস্ব: অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার অর্থ সম্পদ কোন কিছুই নেই।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য শরীয়ত নির্দিষ্ট যাকাত আদায়কারী আমেলঃ এটা ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান দ্বারা নিযুক্ত হতে হবে। নিজে নিজে মনে করে নিলে হবে না। [1]

[1] {জাওয়াহিরুল ফিকহ-৬/৬৯}

৪. ক্রীতদাসের মুক্তির জন্যঃ আর তা হলো চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস। অর্থাৎ যে ক্রীতদাসের মুনীবের সঙ্গে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের শর্তে আযাদ করে দেওয়ার চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এই শ্রেণি বর্তমানে নেই। তবে যদি কখনো পাওয়া যায়, তাহলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে।

৫. ঋণগ্রস্ত: অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার কাছে মানুষ এই পরিমাণ ঋণ পায়, যেই পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করার পর সে পূর্ণ নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকে না।

৬. ফী সাবিলিল্লাহ: তথা আল্লাহর রাস্তায় থাকা ব্যক্তিদের জন্য। আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে যে কোন ধরনের প্রচেষ্টা 'ফী সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহর রাস্তার অন্তর্ভুক্ত। জিহাদ, দ্বীনী ইলম অর্জনের যাবতীয় পথ এবং দ্বীন প্রচারের যাবতীয় মাধ্যম এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

ফুকাহায়ে কেরাম বলেন এতে রয়েছেন- জিহাদরত মুজাহিদরা। তাদের জিহাদের অস্ত্র ও পাথেয় ক্রয় করার জন্য যাকাতের টাকা গ্রহণ করবে। হজ্জের সফরে থাকা দারিদ্র ব্যক্তির জন্য। ইলমে দ্বীন অর্জনকারী দারিদ্র ব্যক্তির জন্য। [2]

৭. মুসাফির: সফরে গিয়ে যার পাথেয় শেষ হয়ে গেছে সে ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ প্রদান করে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে যাকাতের অর্থ দান করা যাবে। এক্ষেত্রে উক্ত মুসাফির সম্পদশালী হলেও তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে।

উপরোক্ত ক্যাটাগরিতে যাকাত আদায় করলেই কেবল যাকাত আদায় হবে। অন্য কাউকে যাকাত দিলে তা আদায় হবে না। ফুকাহায়ে কেরাম যাকাত আদায়ের জন্য একটি শর্তারোপ করেছেন এই যে, যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে দিতে হবে দানকৃত ব্যক্তিকে। যদি মালিক বানিয়ে দেয়া না হয়, তাহলে যাকাত আদায় হবে না।

যেমন কাউকে কোন বস্তু ভোগ দখলের অধিকার দিয়ে নিয়ত করল যাকাতের, তাহলে এর দ্বারা যাকাত আদায় হবে না। সেই হিসেবে কোন প্রতিষ্ঠান, মাদরাসা, মসজিদে যাকাতের টাকা দেয়া জায়েজ নয়, যদিও তাতে গরীব মানুষ থাকে, নামায পড়ে, পড়াশোনা করে। তবে প্রতিষ্ঠানের গরীবদের, মাদরাসার গরীব ছাত্রদের, মসজিদের গরীব মুসল্লিদের যাকাত দিলে তাতে মালিক বানিয়ে দেয়ার বিষয়টি থাকায় তা জায়েজ হবে।[3]

---

[2] {আদ দুররুল মুখতার-৩৪৩, হিদায়া-১/১৮৫, রূহুল মাআনী-৬/৩১৩}

[3] (ইনায়া আলা ফাতহিল কাদীর-২/২৬৭-২৬৮, আল হিদায়া-১/২০৫, তাব্যীনুল হাকায়েক-১/২৯৯)

যাদের যাকাত দেয়া উত্তমঃ

ক) নিকটাত্মীয় গরীবদের মাঝে অতঃপর অন্যান্য প্রতিবেশীদের মাঝে যাকাত প্রদান করা উত্তম। উপরে উল্লেখিত আত্মীয় ছাড়া অন্যান্য যেকোনো সম্পর্কের নিকটাত্মীয়রা যাকাত পাওয়ার বেশি হকদার। তাদের যাকাত দিলে দ্বিগুণ সওয়াব হবে। একটি যাকাত আদায়ের সওয়াব, অপরটি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার সওয়াব। যেমন ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, মামা, ভাতিজা, ভাগিনা এরা যদি অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া বেশি উত্তম।

খ) কোন অভাবগ্রস্ত আলেম, মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জিন, খাদেম বা মাদ্রাসার ছাত্রকে যাকাত দিলেও দ্বিগুণ সওয়াব হবে। তবে তাদেরকে বেতন বাবদ যাকাতের টাকা দিলে যাকাত আদায় হবে না।

গ) যাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে নগদ টাকা বা কোন বস্তুর পরিপূর্ণ মালিক বানিয়ে দেওয়া শর্ত। মালিক না বানিয়ে কোন বস্তু দিয়ে শুধু উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিলে যাকাত আদায় হবে না।

ঘ) যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে যাকাত গ্রহীতাকে মালিক বানানো অপরিহার্য। সুতরাং মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ, রাস্তা সংস্কার বা পুল তৈরির জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেওয়া কিংবা তার ঋণ পরিশোধ করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়েয হবে না। কেননা, এসব ক্ষেত্রে মালিক বানানোর বিষয়টি অনুপস্থিত।

ঙ) এক ব্যক্তিকে পূর্ণ নেসাব পরিমাণ যাকাত দেওয়া মাকরূহ।

চ) কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার ঋণ পরিশোধের জন্য নেসাব পরিমাণের চেয়ে বেশি যাকাত দেওয়া মাকরূহ হবে না।

ছ) বিনা প্রয়োজনে এক শহর থেকে অন্য শহরে যাকাতের অর্থ প্রেরণ করা মাকরূহ। তবে আত্মীয়-স্বজনের নিকট পাঠানো মাকরূহ হবে না।

তদ্রুপ এমন সম্প্রদায়ের নিকট পাঠানো মাকরূহ হবে না, যারা যাকাত দাতার এলাকাবাসীর চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্ত। অনুরূপভাবে এমন ক্ষেত্রে যাকাত পাঠানো মাকরূহ হবেনা, যা মুসলমানদের জন্য অধিক উপকারী। যেমন: দ্বীনি মাদ্রাসা ও এতিমখানা ইত্যাদি। [4]

[4] (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯০, রাদ্দুল মুহতার, ২/৩৩৫)

যাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই:

১. কাফেরকে।

২. ধনী অর্থাৎ নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিককে; যদিও সে শিশু হয়।

৩. হাশেমী ও তাদের ক্রীতদাসদেরকে।

৪. যাকাত দাতার ঊর্ধ্বতন এবং অধঃস্তন কাউকে। যেমন:- পিতা, দাদা বা এর ঊর্ধ্বতন কাউকে। এমনিভাবে পুত্র, পৌত্র বা এর অধঃস্তন কাউকে।

৫. স্ত্রী, স্বামীকে এবং স্বামী, স্ত্রীকে।

যাকাতের নিয়তঃ

যাকাতের হকদারকে যাকাত দেওয়ার সময় কিংবা যাকাত বন্টনে নিযুক্ত ব্যক্তিকে মাল দেওয়ার সময় কিংবা সমস্ত মাল থেকে যাকাতের পরিমাণ মাল পৃথক করার সময় যাকাতের নিয়ত করা ব্যতীত যাকাত আদায় হবে না। কেউ যদি যাকাতের নিয়ত ছাড়া কোন দরিদ্রকে মাল দিয়ে দেই অতঃপর যাকাতের নিয়ত করে নেয়,তাহলেও জায়েয হবে। এক্ষেত্রে শর্ত হলো নিয়ত করার সময় দরিদ্র ব্যক্তির নিকট সেই মাল বিদ্যমান থাকতে হবে। যাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য হকদারের গ্রহণকৃত মাল যাকাতের মাল বলে জ্ঞাত হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং কেউ যদি দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাতের মাল দিয়ে বলে দান কিংবা কর্জ হিসেবে দিলাম আর মনে মনে যাকাতের নিয়ত করে নেই তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

যাকাত ফরজ হওয়ার সময়ঃ

যাকাতের সূচনা হয়েছে মক্কী জীবন থেকেই। তবে ইসলামি বিধিবিধানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, যাকাত দ্বিতীয় হিজরিতে ফরজ হয়। আল্লামা ইবনে কাসির এ বিষয়টির সমাধান দিয়েছেন এভাবে যে, যাকাতের মৌলিক বিধান মূলত মক্কী জীবনেই এসেছে। তবে তখন এর সুনির্দিষ্ট পরিমাণ তথা নিসাব ও রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়ের আবশ্যকতা ইত্যাদি বিধানাবলী ছিল না। এগুলো এসেছে মাদানি জীবনে।

দ্বিতীয় হিজরিতে কোন মাসে যাকাতের বিশদ বিবরণ এসেছে, সেটা সুনির্দিষ্টভাবে পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যাকাত এসেছে সাদাকাতুল ফিতরের পরে। কায়েস ইবনু সাদ ইবনু উবাদাহ বলেছেন,"আমাদেরকে নবী করিম (সাঃ) যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে সাদাকাতুল ফিতরের আদেশ করেছেন।এরপর যাকাতের বিধান এসেছে" (সুনান নাসায়ি, হাদিসঃ২৫০৭)।

সুতরাং বোঝা গেল, প্রথমে এসেছে সিয়ামের বিধান, এরপর এসেছে সাদাকাতুল ফিতরের বিধান, এরপর এসেছে যাকাতের বিধান। খুব সম্ভবত সেটা দ্বিতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে।

যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলি:

কোনো ব্যক্তির ওপর ইবাদত ফরজ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত থাকে। যাকাত ফরজ হওয়ার জন্যও কিছু শর্ত আছে। এগুলোর মধ্যে কিছু শর্ত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত; আর যাকাত আর্থিক ইবাদত হওয়ায় সম্পদের সাথে সম্পর্কিত কিছু শর্তও আছে। নিম্নে উভয় প্রকারের শর্তগুলো উল্লেখ করা হলো-

১. মুসলিম হওয়া:

যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো মুসলিম হওয়া। রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবী মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) কে ইয়েমেনে প্রেরণের সময় দাওয়াতি কার্যক্রমে ধারাবাহিকতা রক্ষার যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, তাতে অমুসলিমদের প্রথমে ইমানের

দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঈমান আনার পর তাদেরকে ধারাবাহিকভাবে সালাত ও যাকাতসহ অন্যান্য ইবাদত পালনের আহ্বান জানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া যাকাত ইবাদত হওয়ায় তা অমুসলিমের জন্য ফরজ হওয়ার বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক।

২. বালিগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া:

শাফেয়ী, মালিকী ও হাম্বলি মাযহাব মতে, সম্পদশালী শিশুর উপর যাকাত ফরজ হবে। তার সম্পদ হতে তার ওয়ালী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক যাকাত আদায় করবেন। দলিল হিসেবে তারা উল্লেখ করেন যে, রাসূল সা. বলেছেন, "কেউ যদি এতিমের সম্পদের তদারকির দায়িত্ব পায়, সে যেন তা ফেলে না রেখে ব্যবসায় নিয়োজিত করে। যাতে সাদাকায় (যাকাত) দিতে দিতে ঐ সম্পদ নিঃশেষ হয়ে না যায়।" -তিরমিযী
হানাফি মাযহাব মতে, যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য বালিগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শর্ত। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে শিশুর যাকাত নেই। তবে শিশুর মালিকানাধীন জমিতে উৎপন্ন ফসলে উশর ফরজ হবে। শিশুর সম্পদে যাকাত ফরজ না হওয়ার পক্ষে দলিল হলো, রাসূল সা. বলেছেন, "তিন প্রকার মানুষের ওপর হতে তাকলিফের কলম তুলে দেওয়া হয়েছে: পাগল, যতক্ষণ না তার জ্ঞান ফিরে আসে; ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়; এবং শিশু, যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়।" যেমনিভাবে শিশুর ওপর সালাত ও সাওম ফরজ হয় না, একইভাবে যাকাতও ফরজ হয় না।

৩. বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া:

হানাফি মাজহাব মতে যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার শর্ত রয়েছে। তাই পাগলের ওপর যাকাত ফরজ নয়। যুক্তি হিসেবে তাঁরা তিন প্রকারের ব্যক্তির ওপর হতে তাকলিফের কলম তুলে নেওয়ার হাদিসটি উল্লেখ করেন। অন্যান্য মাজহাব মতে পাগলের ওপর যাকাত ফরজ হয়, তার পক্ষ হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক যাকাত আদায় করবেন।

তাকলিফের কলম মানে তার ওপর কোনো ইবাদত বা দায়িত্ব আবশ্যক হওয়ার কলম। যার মাধ্যমে তার ওপর কোনো ইবাদত বা দুনিয়াবি দায়িত্ব ফরজ বা আবশ্যক হয়। যাকে যার ওপর কোনো ইবাদত বা শরিয়ার বিধান আবশ্যক হয় তাকে মুকাল্লিফ বলে। আর শরিয়ার বিধান আবশ্যক হওয়া বা প্রযোজ্য হওয়াকে তাকলিফ বলে। আল্লাহর পক্ষ থেকে লওহে মাহফুজে যেহেতু বিধান লিখিত হয়, তাই রূপক অর্থে তাকে তাকলিফের কলম বলা হয়েছে।

৪. স্বাধীন ব্যক্তি হওয়া:

যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের মালিককে স্বাধীন হওয়া শর্ত। দাসের ওপর যাকাত ফরজ নয়। প্রকৃতপক্ষে দাস কোনো সম্পদের মালিক নয়, তার সব সম্পদের মালিক তার মনিব। তাই তার ওপর যাকাত ফরজ হওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই।

৫. নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা:

শরিয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদকে নিসাব বলে। যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ফরজ হয় তাই নিসাব। স্বর্ণের নিসাব ২০ দিনার, রুপার নিসাব ২০০ দিরহাম, শস্যের নিসাব পাঁচ ওয়াসাক, ছাগল বা ভেড়ার নিসাব ৪০টি, গরু ৩০টি এবং উট ৫টি।

৬. সম্পদের ওপর পূর্ণ মালিকানা:

যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের ওপর পূর্ণ মালিকানা ও পূর্ণাঙ্গ দখল থাকতে হবে এবং সম্পদ ব্যবহারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। অন্যথায় যাকাত ফরজ হবে না। যেমন, জনকল্যাণে ওয়াকফকৃত সম্পদে যাকাত নেই।তবে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য ওয়াকফ করা হলে তার যাকাত দিতে হবে। কোনো মহিলার নামে মোহরানা নির্ধারণ করা হয়েছে, তবে এখনো আদায় করা হয়নি, তাহলে ঐ মহিলাকে

ধার্য মোহরানার উপর যাকাত দিতে হবে না। কারণ ঐ সম্পদ তার দখলে আসেনি। এ শর্তের প্রয়োগ সরল নয় এবং যাকাত হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ঢালাওভাবে এটির প্রয়োগ কাম্য নয়। তাই কোনো প্রশ্ন বা সন্দেহ উদ্রেক হলে এ সম্পদের যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণে শরিয়াহ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

৭. যৌথ মালিকানাভুক্ত সম্পত্তির যাকাত:

কোনো সম্পদের মালিক দুই বা ততোধিক হলে প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশের যাকাত দেবেন। যদি প্রত্যেক মালিকের অংশ আলাদাভাবে নিসাব পরিমাণ না হয়, তাহলে কাউকে যাকাত দিতে হবে না। আবার কারো অংশ নিসাব পরিমাণ, কারো অংশ নিসাব পরিমাণ নয়, এমন অবস্থা হলে যার অংশ নিসাব পরিমাণ সে যাকাত দেবে। সব মালিকের সম্পদ একত্র করে নিসাব হিসাব করা হবে না। যদি সবার ওপর বা একাধিক অংশীদারের ওপর যাকাত ফরজ হয়, তারা চাইলে একত্রে যাকাত আদায় করতে পারবেন, আবার আলাদাভাবেও আদায় করতে পারেন।

৮. হারাম সম্পদের যাকাত:

এটি সম্পদের মালিকানা সংক্রান্ত প্রশ্ন। হারাম সম্পদ বলতে বোঝায় অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ। চুরি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ, ছিনতাই, রাহাজানি, অবৈধ ব্যবসা ইত্যাদি নানাবিধ অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ হারাম বা অবৈধ সম্পদ বলে গণ্য। হারাম পন্থায় উপার্জনকারী ব্যক্তি এই সম্পদের মালিক নয়। অতএব, তা খরচের অধিকারও তার নেই। যাকাত প্রদানও একধরণের খরচ। তাই ফকিহগণ বলেন, হারাম সম্পদ হতে যাকাত দেওয়া যাবে না। অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সমুদয় সম্পদ প্রকৃত মালিককে ফেরত দিতে হবে। যদি প্রকৃত মালিক চিহ্নিত করা সম্ভব না হয় তাহলে সওয়াবের নিয়ত ব্যতিরেকে পুরো সম্পদ গরীব-মিসকিনকে দিয়ে দিতে হবে।

যাকাত আদায় ওয়াজিব হওয়ার সময়ঃ

যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার জন্য নেসাবের ওপর চন্দ্র মাস হিসাবে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত । বছর পূর্ণ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বছরের উভয় প্রান্তে নেসাব পূর্ণাংগ থাকা; বছরের মাজখানে পূর্ণ থাকুক বা না থাকুক। সুতরাং কারো নিকট যদি বছরের শুরুতে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে এবং তা পূর্ণ বছর বহাল থাকে, তাহলে সেই সম্পদের যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে যদি বছরের শুরুতে নেসাব পরিমাণ থাকার পর বছরের মাঝে তা হ্রাস পায়। অতঃপর বছর শেষ হয়ার দিকে আবার নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে যায় তাহলেও তার উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। যে ব্যক্তি বছরের শুরুতে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক ছিল। অতঃপর বছরের মাঝখানে ব্যবসা, দান, মিরাস কিংবা অন্য কোন উপায়ে নতুন সম্পদ যোগ হয়েছে। যাকাত আদ্যায়ের ক্ষেত্রে তার পরবর্তী সম্পদ পূর্বোক্ত সম্পদের সাথে মিলিয়ে হিসাব করতে হবে।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহঃ

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসেবে মনোনীত করে ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান জানিয়ে দিয়েছেন; যার অন্যতম হল যাকাত।
কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন; যা নিম্নরূপ:

১) النية তথা নিয়্যত করা:

হাদীছ গ্রন্থে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।'

মাহমুদ ইবনু লাবীদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"আমি তোমাদের উপর সবচেয়ে বেশী ভয় করি ছোট শিরকের অর্থাৎ লোক দেখানো আমল করা।"

২) الحرية তথা স্বাধীন হওয়াঃ

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে স্বাধীন হতে হবে। কোন দাসের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কেননা দাস সম্পদের মালিক হতে পারে না। আবু হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"সাদাকাতুল ফিৎর ব্যতীত ক্রীতদাসের উপর কোন ছাদাক্বাহ (যাকাত) নেই"।

৩) الإسلام তথা মুসলিম হওয়া:

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। কোন কাফেরের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কেননা যাকাত হল পবিত্রকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"উহাদের সম্পদ হতে ছাদাক্বাহ গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।" (তওবা ৯:১০৩)। পক্ষান্তরে কাফেরগণ বাহ্যিকভাবে পবিত্র হলেও শিরক ও কুফরীর কারণে তাদের অন্তর অপবিত্র। যদি তারা পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ দান করে তবুও তারা পবিত্র হতে পারবে না।

এছাড়া যাকাত হল ইসলামের অন্যতম একটি ইবাদত। আর কাফেরদের কোন ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়। তিনি বলেন,

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا

"আমি তাদের (কাফিরদের) কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।" (ফুরকান ২৫:২৩)।

(৪) نصاب ملک তথা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া:

ইসলামি শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত নিছাব পরিমাণ সম্পদ হলেই কেবল যাকাত ওয়াজিব। এর চেয়ে কম হলে যাকাত ওয়াজিব নয়।

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'পাঁচ ওয়াসাক-এর কম উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত নেই এবং পাঁচটির কম উটেরও যাকাত নেই। এমনিভাবে পাঁচ আওকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যেরও যাকাত নেই'।

'ওয়াসাক'-এর পরিমাণ:

১ ওয়াসাক সমান ৬০ 'সা'। অতএব ৫ ওয়াসাক সমান ৬০ x ৫ = ৩০০ 'সা'। ১ 'সা' সমান ২ কেজি ৫০০ গ্রাম হলে ৩০০ 'সা' সমান ৩০০ x ২.৫ = ৭৫০ কেজি হয়। অর্থাৎ ১৮ মন ৩০ কেজি।

এই পরিমাণ শস্য বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত হলে ১০ ভাগের ১ ভাগ, আর নিজে পানি সেচ দিয়ে উৎপাদন করলে ২০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত ফরজ।

আউকিয়ার পরিমাণ:

১ আউকিয়া সমান ৪০ দিরহাম। অতএব ৫ আউকিয়া সমান ৪০x৫ = ২০০ দিরহাম। রৌপ্যের ক্ষেত্রে যার পরিমাণ হয় ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য। আর স্বর্ণের ক্ষেত্রে পরিমাণ হবে, ১ দীনার সমান ১০ দিরহাম হলে ২০০ দিরহাম সমান ২০০/১০ = ২০ দীনার।

দীনার সমান ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ হলে ২০ দীনার সমান ২০x ৪.২৫= ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ। উল্লিখিত পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য এক চন্দ্র বছর যাবৎ কারো মালিকানায় থাকলে অথবা এ পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্যের বিক্রয়মূল্য পরিমাণ টাকা এক চন্দ্র বছর যাবৎ কারো মালিকানায় থাকলে তার ওপর শতকরা ২.৫ টাকা যাকাত ফরজ।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ

"প্রত্যেক চল্লিশটি ছাগলের যাকাত হলো একটি ছাগল।"

(৫) إستقرار তথা সম্পদের পূর্ণ মালিক হওয়া:

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে সম্পদের পূর্ণ মালিক হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ

"এবং যাদের ধন-সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক (মা'আরিজ ৭০/২৪)।"

অতএব পূর্ণ মালিকানাধীন সম্পদের উপরই যাকাত ওয়াজিব।

৬) الحول مضى তথা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া:

নিসাব পরিমাণ সম্পদ মালিকের নিকট পূর্ণ এক চন্দ্র বছর মজুদ থাকলে তার ওপর যাকাত ফরজ। এক চন্দ্র বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই কিছু অংশ ব্যয় হয়ে গেলে তার ওপর যাকাত ফরজ নয়।

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, "আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, পূর্ণ এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সম্পদের যাকাত নেই।" ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো সম্পদ অর্জন করে, তাহলে উক্ত সম্পদ তার মালিকানায় এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার ওপর যাকাত ফরজ বলে গণ্য হবে না।

যাকাতযোগ্য সম্পদের শ্রেণীবিভাগ ও নিসাবঃ

ক) নিসাব কি?

নিসাব মানে পরিমাণ বা সংখ্যা। ন্যূনতম যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ফরজ হয় তাকে নিসাব বলা হয়। কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন সম্পদের পরিমাণের ভিত্তিতেই তার ওপর যাকাত ফরজ হয়।

ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত একটি ন্যূনতম নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না।

খ) যে সকল সম্পদের যাকাত দিতে হবে বা যাকাতযোগ্য সম্পদের শ্রেণীবিভাগ:

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সেই সম্পদের কিছু অংশ গরীবদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে সম্পদের ও ফসলের যাকাত প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি তাঁর নির্দেশের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তাঁর হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) কে। তিনি যাকাত বিধানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করেছেন এবং তা মুসলিম সমাজে বাস্তবায়িত করেছেন। তাঁর শিক্ষা ও বাস্তবায়নের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, মোট ৫ প্রকার সম্পদের যাকাত প্রদান করতে হয়:

১) স্বর্ণ, রৌপ্য

২) নগদ টাকা

৩) গবাদি পশু

৪) বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত দ্রব্য বা ব্যবসায়িক পণ্য

৫) ফল-ফসল এবং

৬) খনিজ সম্পদ (মা'দিন) ও মাটির নিচে সঞ্চিত সম্পদ (রিকায) বা গুপ্তধন।

এ সকল সম্পদ বা কোনো এক প্রকার সম্পদ কোনো মুমিনের মালিকানায় থাকলে তাকে তার যাকাত প্রদান করতে হবে।

যাকাতযোগ্য সম্পদঃ

যদি মুমিনের মালিকানাধীন সম্পদ কোনো ব্যাংক, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত, আমানতকৃত, স্থায়ী সঞ্চয়, সঞ্চয়পত্র, শেয়ার সনদ হিসাবে সংরক্ষিত বা ঋণ হিসাবে প্রদত্ত থাকে তাহলেও সে সম্পদের যাকাত প্রদান করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রত্যেক প্রকার সম্পদের যাকাতের পৃথক বিধি-বিধান প্রদান করেছেন এবং যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য নিসাব, বর্ষপূর্তি ইত্যাদি শর্ত শিক্ষা দিয়েছেন।

১) সোনা-রূপা :

সোনার নিসাব ২০ দিনার বা পরিমাপের হিসাবে ৮৫ গ্রাম বা ৭.২৯ তোলা। আর রূপার নিসাব ২০০ দিরহাম বা ৫৯৫ গ্রাম বা ৫১.০২ তোলা। গয়নার যাকাতের ব্যাপারে উলামাগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, দেখতে হবে সোনা-রূপার গয়না ব্যবহারের জন্য, নাকি সঞ্চয় করে রাখার জন্য, নাকি ব্যবসা বা অন্য কোনো কাজের জন্য। অধিক বিশুদ্ধ মত হচ্ছে— নিসাব পরিমাণ সোনা-রূপার ওপর হিজরি এক বছর পূর্ণ হলে যাকাত ওয়াজিব হবে, যে উদ্দেশ্যেই তা সংগ্রহ করা হোক না কেন।
সোনা-রূপা ব্যতীত অন্যান্য ব্রত বস্তু যেমন: হীরা, চুনী, ইয়াকুত, মোতি, মুক্তাদানা, গোমেদ- পীতবর্ণ মণি বিশেষ ইত্যাদির গয়নার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না; তাঁর মূল্য যা-ই হোক না কেন। তবে ব্যবসার জন্য হলে ব্যবসায় পণ্য হিসেবে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

২) ব্যাংক নোটঃ

ব্যাংক নোট তথা ডলার,পাউন্ড,ইউরো,রিয়াল, টাকা ইত্যাদি মুদ্রা,যা নগদ অর্থ হিসাবে পরিচিত তার উপর যাকাত আসবে। কারেন্সি নোটে বাহককে উৎকীর্ণ মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতিসহ ক্ষমতাপ্রাপ্ত খাজাঞ্চি কর্মকর্তার স্বাক্ষর সন্নিবেশিত থাকে। কোনো ব্যক্তির নিকট যদি কারেন্সি নোটরূপে নিসাব পরিমাণ সোনা বা রূপা ক্রয়ের পরিমাণ টাকা থাকে, তবে প্রতি চন্দ্রবছর তার যাকাত আদায় করবে।একইভাবে অর্থের অন্যান্য

ইন্সট্রুমেন্ট যেমনঃ চেক,বিল,বিনিয়োগযোগ্য সার্টিফিকেট ও অন্যান্য কাগজপত্র যার বৈষয়িক মূল্য রয়েছে ,তার উপরও যাকাত ফরজ হবে। সোনা বা রূপার নিসাবের মূল্যের হিসাবে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

৩) মৃত ব্যক্তির যাকাতঃ

বিষয়টি মালিকানার শর্তের সাথে সম্পর্কিত। কোনো ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরজ হয়েছে,কিন্তু তিনি তা আদায় না করে মৃত্যুবরণ করেছেন,তাহলে তার রেখে যাওয়া সম্পদ হতে ওয়ারিশগণ বা সম্পদের তত্তাবধায়ক যাকাত আদায় করবেন। এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, ব্যক্তি মারা যাওয়ার সাথে সাথে তার সম্পদের মালিকানা ওয়ারিশদের কাছে হস্তান্তরিত হয়,তবুও কেন তার ওপর যাকাত ফরজ হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়,মৃত ব্যক্তির সম্পদ বন্টনের পূর্বে তার ঋণ আদায় করতে হয়। যাকাত হলো আল্লাহর প্রাপ্য ঋণ; মানুষের ঋণ আদায়ের চেয়ে আল্লাহর ঋণ আদায় করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই যাকাত ও ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে।

৪) বহির্বিশ্বে রক্ষিত সম্পদের যাকাত:

কারো সম্পদ যদি বিদেশের ব্যাংকে থাকে কিংবা কেউ যদি বিদেশে ব্যবসা করেন এবং ঐ সম্পদের ওপর যাকাত ফরজ হয়, তাহলে তাঁকে যাকাত আদায় করতে হবে। বিদেশেও শরিয়াহ নির্ধারিত খাতে যাকাত বণ্টন করার সুযোগ থাকলে তিনি সেখানে বণ্টন করতে পারবেন, অন্যথায় নিজ দেশে যাকাত আদায় করবেন। তবে বিদেশে যাকাত আদায়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজ দেশে যাকাত আদায় করতে পারবেন, যদি সেখানে জাকাতের হকদার মানুষ বেশি থাকে। আবার সম্পদ দেশে, সম্পদের মালিক বিদেশে এমন ক্ষেত্রেও তার সম্পদের যাকাত দিতে হবে। দেশে অবস্থানরত আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিনিধি তার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করবেন।

৫) কয়েদি বা সাজাপ্রাপ্ত আসামির যাকাত:

কারাদণ্ড বা বন্দিদশা যাকাত রহিত করে না। কারাবন্দি হাজতি হোক বা সাজাপ্রাপ্ত, নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তাকে যাকাত দিতে হবে। তার পক্ষ হতে তার পরিবারের সদস্য বা তার সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক যাকাত আদায় করবেন। যদি তা না করা হয়, তবে কারাবন্দির ওপর থেকে যাকাত রহিত হবে না। মুক্তিলাভের পর পূর্বের বছরগুলোর যাকাত তাকে হিসাব করে আদায় করতে হবে।

৬) মুসাফিরের যাকাত:

সফরের কারণেও যাকাতের বিধান রহিত হয় না। মুসাফির ব্যক্তি যদি নিজ দেশে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হন, তাহলে ঐ সম্পদের যাকাত দিতে হবে। ঐ ব্যক্তির দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা না করে তার পক্ষ থেকে তার আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিনিধি যাকাত আদায় করবেন। এটা সত্য যে, সম্পদশালী মুসাফিরও যদি বিদেশে বিপদগ্রস্ত হন, তাহলে তিনি যাকাত গ্রহণ করতে পারেন। তাই বলে এ বিধানের ফলে দেশে রক্ষিত সম্পদের ওপর যাকাতের আবশ্যকতা রহিত হয় না।

(i) সম্পদের ক্ষেত্রে যাকাতঃ

(ক) স্থির সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয়ের যাকাত

কোনো ব্যক্তি তার স্থির সম্পত্তি হতে আয় করলেও, সমস্ত আয় যদি ঐ বছরের মধ্যেই খরচ হয়ে যায়, তাহলে তার ওপর যাকাত আদায় করতে হয় না। তবে ওই আয় থেকে তিনি সঞ্চয় করতে পারলে, সঞ্চয় নিসাব পরিমাণ হওয়া ও চন্দ্রবছর অতিক্রম হওয়া সাপেক্ষে তা যাকাতযোগ্য হবে।

(খ) অস্থিতিশীল সম্পদের যাকাত

ধরা যাক, কোনো ব্যক্তির নিকট পয়লা রমজানে নিসাব পরিমাণ সম্পদ ছিল। আর পরবর্তী বছর পয়লা রমযানেও নিসাব পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। কিন্তু মাঝে কোনো একসময় কিছু অংশ ব্যয় করার কারণে তার সম্পদ নিসাব পরিমাণ থেকে কমে গেলেও পরে তা পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তবে তাকে যাকাত আদায় করতে হবে।

সম্পদের ক্ষেত্রে যাকাতের শর্ত:

- সম্পদ বর্ধনযোগ্য হওয়া:

যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদ বর্ধনযোগ্য হওয়া শর্ত। এটি বাস্তবেও হতে পারে, আবার ধারণা হিসেবেও হতে পারে। সম্পদ বর্ধনশীল না হলে তার উপর যাকাত ফরজ নয়। যাকাত ফরজ হওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দরিদ্রকে সহযোগিতা করা এবং তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা। কিন্তু নিশ্চয়ই আল্লাহ চান না যে, যাকাত আদায় করে ধনী ব্যক্তি একসময় দরিদ্র হয়ে যাবে। তাই যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া অপরিহার্য।

কিছু সম্পদ বর্ধনশীলতার বিষয়টি দৃশ্যমান: যেমন, প্রজননের মাধ্যমে চতুষ্পদ জন্তু বৃদ্ধি পায়। উৎপাদিত ফসল তো বর্ধন ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যবসা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে নগদ অর্থ বেড়ে যায়। স্বর্ণ-রূপা বাহ্যিকভাবে না বাড়লেও মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে এগুলোর বর্ধনশীলতা প্রকাশ পায়। এ শর্তের কারণে পরিধেয় পোশাক, ঘরের আসবাবপত্র, দোকানপাট, জমিজমা ও যন্ত্রপাতির ওপর যাকাত ফরজ হয় না। একইভাবে চাষাবাদ ও আরোহণের জন্তুর ওপরও যাকাত ফরজ হয় না। বর্তমান বাস্তবতায় ব্যবসা-পরিবহন ছাড়া ব্যক্তিগত চলাচলের গাড়ির (যত দামিই হোক না কেন) ওপর যাকাত বর্তাবে না।

- সম্পদ এক বছর অধিকারে থাকা:

যাকাত ফরজ হওয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, মালিকের অধিকারে সম্পদ এক বছর থাকা। কোন সম্পদ যদি এক বছরের কম সময়ে হাতে থাকে তবে তার ওপর যাকাত ফরজ হবে না। এ শর্তটি নগদ অর্থ, স্বর্ণ-রূপা, চতুষ্পদ জন্তু ও ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাসূল সা: বলেছেন, "এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোনো সম্পদে যাকাত নেই।"

তবে জমিতে উৎপন্ন শস্যের ক্ষেত্রে এক চন্দ্র বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্ত নেই, প্রতিবার ফসল তোলার পরই উশর দিতে হবে। কুরআনের নিম্নোক্ত বাণীতে প্রমাণিত হয় যে, উৎপন্ন শস্যের যাকাত প্রদানে ফসল কাটার পর বিলম্ব করতে নেই,

"وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ"

"ফসল সংগ্রহের দিন সেগুলোর হক দিয়ে দাও" (সূরা আন-আম, ৬:১৪১)।

জমিতে ফসল উৎপন্ন হওয়াটাই এক ধরনের বৃদ্ধি। তাছাড়া ফসল জমা করে রাখলে দিনে দিনে তা কমে যায়, তাই বৃদ্ধি লাভের জন্য বছর অতিক্রান্ত করা নিরর্থক। উৎপাদিত ফসলে একবারই যাকাত ফরজ হয়। উশর আদায়ের পর কেউ যদি অবশিষ্ট

শস্য গোলায় পাঁচ বছরও রাখে তার দ্বিতীয়বার যাকাত দিতে হবে না। - মাওসূআ ২৩: ২৪২; আল কারযাভী।

অনুরূপভাবে চতুষ্পদ প্রাণীর বাচ্চার যাকাত বিধান হলো, হিজরি বছরের মধ্যবর্তী সময়ে যদি কোনো পশু বাচ্চা জন্ম দেয়, সেই বাচ্চা নিজের সাথে যোগ হবে। অন্যদিকে, বছরের মাঝখানে অর্জিত ব্যবসার মুনাফা মূলধনের সাথে যোগ হবে, যদিও মুনাফার ওপর এক বছর পূর্ণ না হয়।

- সম্পদ মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া:

হানাফি মাযহাবের আলেমগণ যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য অতিরিক্ত একটি শর্তারোপ করেন, সেটি হলো— যাকাতযোগ্য সম্পদ মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া। তাই নিত্যপ্রয়োজনীয় সম্পদের ওপর যাকাত ফরজ হয় না। যে ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ নেই, তাকে ধনী বলা যায় না। আর যাকাত ফরজ করা হয়েছে ধনীদের ওপর। রাসূল (সা.) যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে মুয়ায (রা.)-কে বলেছিলেন, “এটি ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করতে হবে।”

মৌলিক প্রয়োজনের শর্তের সুযোগসন্ধানী প্রয়োগ কাম্য নয়। বর্তমান যুগে বিলাসিতার অনেক উপকরণকে কেউ কেউ মৌলিক প্রয়োজন বানিয়ে নিয়েছে। তাই এ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ঋণমুক্ত হওয়া:

যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদ ঋণমুক্ত হওয়া শর্ত। ঋণের পরিমাণ বাদ দিয়ে কারো যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকে, তাহলে তার ওপর যাকাত ফরজ হবে না। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কর্তব্য হলো সবার আগে ঋণ পরিশোধ করা।

যাকাতকে দরিদ্রের হক বলা হয়। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সম্পদের প্রথম হকদার হলো পাওনাদার। তাই প্রথমে ঋণ আদায় করতে হবে। অবশিষ্ট সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন,

"কারো ওপর ঋণ থাকলে সে যেন প্রথমে তা শোধ করে, তারপর বাকি সম্পদের যাকাত আদায় করবে।" - মালেক মুয়াত্তা।

যারা মাসিক/বার্ষিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের জন্য চুক্তিবদ্ধ, তারা কেবল এক বছরের কিস্তির সমপরিমাণ সম্পদ বাদ দিয়ে বাকি সম্পদের ওপর যাকাত হিসাব করবেন। এক্ষেত্রে ঋণের সম্পূর্ণ পরিমাণ প্রযোজ্য হবে না।

- প্রদানকৃত ঋণের যাকাত:

কোন ব্যক্তি কাউকে ঋণ প্রদান করলে এবং তা এক চন্দ্র বছর অতিক্রম করলে উক্ত টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে গৃহীত মত হলো, যদি প্রদানকৃত ঋণের টাকা সহজে পাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে, তবে তার যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি সহজে পাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা না থাকে, তবে তা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত যাকাত আদায় করতে হবে না। এমন সম্পদ অনেক বছর পরে হাতে আসলেও মাত্র এক বছরের যাকাত আদায় করতে হবে।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরে তা আদায়পূর্বেই নষ্ট বা হারিয়ে গেলে তার হুকুম:

কোন ব্যক্তির নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকায় তার উপর যাকাত ওয়াজিব। কিন্তু যাকাত আদায়ের পূর্বেই তা নষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে তার উপর উক্ত সম্পদের যাকাত আদায় করা ওয়াজিব কি না—এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে গৃহীত মত হলো, যদি তার অবহেলা বা অসতর্কতার কারণে নষ্ট বা হারিয়ে যায়, তাহলে তার উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। আর যদি সতর্কতার সাথে সংরক্ষণের পরেও তা নষ্ট হয় বা হারিয়ে যায়, তাহলে তার উপর যাকাত আদায় ওয়াজিব নয়।

(ii) গবাদিপশুর যাকাতঃ

গবাদিপশুর যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলী:

১। গবাদিপশুর মালিক হওয়ার পর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সম্পদে পুরো এক বছর অতিক্রান্ত না হলে কোনো যাকাত নেই।"

২। প্রাকৃতিক চারণভূমি থেকে খাদ্য আহরণকারী হতে হবে।

৩। গবাদিপশু এমন হতে হবে, যার দুধ ও গর্ভজাত সন্তান দ্বারা উপকার লাভ করা উদ্দেশ্য হয় এবং তা এমন হবে না, যা বিশেষ কোনো কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন

হালচাষ করা, সেচকর্মে ব্যবহার করা, পণ্যবহনের জন্য ব্যবহার করা। কিন্তু যদি পশু ভাড়া দেয়া হয় তবে এর বিনিময়ে লব্ধ অর্থের ওপর যাকাত ফরজ হবে।

৪। গবাদিপশু নিসাব সংখ্যক হতে হবে।

নিসাব পূর্ণ হলে গবাদিপশুর যাকাত আদায় করতে হবে। নিম্নে গবাদিপশুর নিসাব ও আদায়ের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো:

১. ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি:

এগুলোর ক্ষেত্রে নিসাব হলো চল্লিশটি। ৪০ এর কম হলে এসকল পশুতে যাকাত আবশ্যক হবে না। অতঃপর ৪০ থেকে ১২০ পর্যন্ত হলে একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। ১২১ থেকে ২০০ পর্যন্ত দুইটি এবং ২০১ থেকে ৩০০ পর্যন্ত তিনটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। এর পরবর্তী প্রতি একশটিতে একটি করে ছাগল যাকাত দিতে হবে।

২. গরু, মহিষ ইত্যাদি:

এগুলোর নিসাব হল ৩০ টি। সুতরাং এক থেকে ২৯ টি হলে যাকাত আসবে না। অতঃপর ৩০ থেকে ৩৯ টি হলে এক বছর বয়সী একটি গরু যাকাত দিতে হবে। ৪০ থেকে ৫৯ পর্যন্ত দুই বছর বয়সী একটি গরু যাকাত দিতে হবে। উল্লেখ্য, ৬০ এর উপরে প্রতি ত্রিশে এক বছরের একটি ও প্রতি চল্লিশে দুই বছরের একটি গরু যাকাত আসবে।

৩. উটের নিসাব ও তাতে প্রদেয় যাকাত:

৫টি উটের নিচে হলে যাকাত আসবেনা। সুতরাং উটের সংখ্যা পাঁচের উপরে এবং চব্বিশের নিচে হলে যাকাত হিসেবে বকরি দিতে হবে, প্রতি পাঁচ উটে একটি করে বকরি। আর উটের সংখ্যা ২৫ থেকে ৩৫ পর্যন্ত হলে একটি এক বছরের স্ত্রী উট; উটের সংখ্যা ৩৬ থেকে ৪৫ পর্যন্ত হলে একটি দু বছরের স্ত্রী উট, আর উটের সংখ্যা ৪৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত হলে একটি তিন বছরের স্ত্রী উট; ৬১ থেকে ৭৫ পর্যন্ত হলে একটি চার বছরের স্ত্রী উট; ৭৬ থেকে ৯০ পর্যন্ত দু বছর বয়সী দুটি স্ত্রী উট; ৯১ থেকে ১২০ পর্যন্ত তিন বছর বয়সী দুটি স্ত্রী উট যাকাত হিসেবে দিতে হবে। এরপর প্রতি চল্লিশ উটে এক বছর বয়সী একটি স্ত্রী উট, আর প্রতি পঞ্চাশ উটে তিন বছর বয়সী একটি স্ত্রী উট।

- ফসলের যাকাত

অন্যান্য সম্পদের ন্যায় ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলেরও নির্ধারিত যাকাত রয়েছে। এটা আদায় করা ফরজ। কুরআন ও হাদীস থেকে এর স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

حَصَادِهِ يَوْمَ حَقَّهُ وَآتُوا أَثْمَرَ إِذَا ثَمَرِهِ مِنْ كُلُوا

“তার ফসল উৎপাদিত হলে তা তোমরা খাও এবং ফসল কাটার দিনই তার হক আদায় কর।”

(সূরা আনআম: আয়াত-১৪১)

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “বৃষ্টি ও বর্ষার পানিতে অথবা প্রাকৃতিকভাবে সিক্ত মাটি হতে উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ এবং সেচ দ্বারা উৎপাদিত শস্যের এক দশমাংশের অর্ধেক (যাকাত হিসেবে) দিতে হবে।” (সহীহ বুখারী: ১৪৮৩)

উশরের আহকাম:

العشر এর আভিধানিক অর্থ হলো جزء واحد من العشرة বা এক দশমাংশ। (হাশিয়ায়ে হিদায়া—আব্দুল হাই লাখনবী রহঃ ২/৯৭০)

শরীয়তের পরিভাষায়, ফসলের যাকাতকে ‘উশর’ বলা হয়। অর্থাৎ জমি উশরী হলে যা আদায় করতে হবে তা ‘উশর’। মুসলমানের মালিকানাধীন ভূমিই হচ্ছে উশরী ভূমি। ‘উশর’ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে— এক দশমাংশ। মুসলমানের মালিকানাধীন ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ বা দশ ভাগের এক ভাগ অথবা এক দশমাংশের অর্ধেক তথা বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দেয়াকে ‘উশর’ বলে। অর্থাৎ মুসলমানের মালিকানাধীন যেসব জমিকে বৃষ্টির পানি এবং নদীর পানি সিক্ত করে কিংবা স্বতঃস্ফূর্তই সিক্ত থাকে— এমন জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে এবং যেসব জমিকে সেচের মাধ্যমে সিক্ত করা হয়— এমন জমি উৎপাদিত ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।

অন্যান্য সম্পদের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর মালিকানাধীন থাকা শর্ত। কিন্তু ফসলের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সেই ফসল এক বছর মালিকানাধীন থাকা শর্ত নয়; বরং যখনই ফসল হস্তগত হবে তখনই উশর আদায়

করতে হবে। এমনকি বছরে যতবার ফসল উৎপাদন হবে ততবারই ফসলের দশভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে।

উশরী ভূমি কোনগুলো

১. কোনো জমির মালিকরা স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে গেলে তাদের ভূমি উশরী হয়ে যাবে।
২. মুসলিম সেনাপতি কোনো কাফের রাষ্ট্র বিজয়ের পর সে এলাকার জমি মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।
৩. কোনো অনাবাদী জমি মুসলমান আবাদ করলে তার পাশের জমি উশরী থাকলে তাও উশরী বলে সাব্যস্ত হবে।
৪. মুসলমান থেকে ওশরী জমি কিনলে তা ওশরী হিসেবেই বাকি থাকবে।
৫. যে ভূমির অবস্থা জানা নেই তাও ওশরী বলে ধর্তব্য হবে।

- কোন কোন ফসল থেকে ওশর উসুল করা হবে

কোনো ফসলে ওশর আসবে এ ক্ষেত্রে কুরআনের ভাষায় وآتوا حقه يوم حصاد তথা কর্তিত ফসল বলেছে। এবং ومما اخرجنا لكم من الار তথা জমীন থেকে যা উৎপন্ন হয় বলেছে। ঠিক হাদীসেও একই কথা বলেছে। ما اخرجت الارض ففيه العشر বলে জমীন থেকে উৎপাদিত ফসলের উপর যাকাত ফরয বলে সাব্যস্ত করেছে। জমীন থেকে উৎপাদিত হয় এমন যে সকল ফসল মানুষ উৎপাদন করে সব গুলোর উপরই ওশর আসবে।

এ ক্ষেত্রে আবশ্যঁকীয় ভাবেই একটি শর্ত চলে আসে আর তা হলো, যা প্রয়োজনীয় মূল্যবান সামগ্রী তাতে ওশর আসবে, অন্য কিছুতে নয়। এটা বলাই বাহুল্য সে হিসেবে ধান, চাল, গম, ভুট্টা, খেজুর, বাদাম, যব, মশুরি, সিমের বিচি, ছোলা ইত্যাদি কিংবা আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেয়ারা, আনারস, লিচু, নারিকেল, তরমুজ, সুপারি ইত্যাদি কিংবা শশা, গাজর, মূলো, শালগম, ক্ষিরা, লাউ, কুমড়ো, কদু, করলা, বেগুন, পুঁই শাক, পালং শাক, আলুসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কাঁচা মালের উপরও ওশর ফরজ, এমনকি যেই বাঁশ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে উৎপন্ন করা হয়, তাতেও ওশর আসবে। [5]

[5] (আল্লামা আলা উদ্দীন কাসানী, বাদাভিউস সানায়ে' খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৫৩)

- খরচ বাদ দিয়ে না খরচসহ দশমাংশ দিতে হবে?

ফসল করতে যা খরচ হয়েছে সেসব খরচ বাদ দিয়ে হিসেব করবে না। বরং জমিতে যতটুকু ফসল হয়েছে, যতটুকু উৎপাদিত হয়েছে তার মাঝে এক দশমাংশ দান করে দিতে হবে। এটাই বিধান। কর্মচারীর বেতন, গাড়ি ভাড়া ইত্যাদির জন্য ফসলের মূল্য বা ফসল বাদ দিয়ে দশমাংশ গণনা করবে না। বরং যা-ই উৎপন্ন হলো এর মধ্য থেকে এক দশমাংশ বা বিশ ভাগের একভাগ দান করবে।

- বাংলাদেশের ভূমি উশরী না খরাজী :

১. সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের ভূমি খরাজী এ কথা দ্বিধাহীন ভাবে বলা যায় না। কিন্তু কিছু ভূমি যে উশরী এ কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়। আর উসুল হলো যে ভূমি উশরী নাকি খরাজী তাতে সন্দেহ হয়, তাকে উশরী সাব্যস্ত করা হয়। সে হিসেবে এ দেশের ভূমি উশরী হওয়াই সঙ্গত। কেননা ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, ওশর হলো মুসলমানদের অনুকূল বিষয় কারণ তাতে ইবাদাতের অর্থ আছে। আর খরাজ হলো কাফেরদের অনুকূল বিষয়, কারণ তাতে শাস্তির ধাঁচ আছে। তা ছাড়া প্রাথমিকভাবে মুসলমানদের উপর খরাজ কিছুতেই লাযেম হতে পারে না।

২. ফুকাহায়ে কিরামের কাছে স্বীকৃত একটি কায়দা হলো,

قواعد الفقه (العباد :الرقم:10 لا فى حقوق - الاحتياط فى حقوق الله

"অর্থাৎ, হুকুল্লাহর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, বান্দার হকের ক্ষেত্রে নয়"

আমরা জানি ওশর হলো حق الله এটা ফরয। এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট একটি ইবাদাত। একে زكوة الارض ও বলা হয়। এক কথায় এটি যাকাতের এক প্রকার। আর যাকাত অনাদায়কারী ব্যক্তির শাস্তি কী ভয়ংকর এবং এর প্রতি ভর্ৎসনামূলক হুশিয়ারি কুরআন ও হাদীস দ্বারা আমরা জানি। সে হিসেবেও সতর্কতা স্বরূপ বাংলাদেশের ভূমি উশরী হবার দাবী রাখে। কারণ খরাজী হবার সুনির্দিষ্ট দলীল নেই। তাই সতর্কতা স্বরূপ ইবাদাত ওশরকে আবশ্যক করে নেয়াই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

৩. তাছাড়া انفع للفقراء হিসেবেও ওশর লাযেম হবে বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা খরাজী ভূমিতে মুসলিম শাসক না থাকলে কিছুই কাউকে দিতে হয় না। পক্ষান্তরে উশরী ভূমি থেকে ওশর শাসক না থাকলেও আদায় করতে হয়। উল্লিখিত সঙ্গত কারণে বাংলাদেশের ভূমি খরাজী নয়, বরং উশরী, এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যেতে পারে।

(iii) ব্যবসায়িক মালের যাকাত:

- যাকাত ফরজ এমন দ্রব্য না হওয়া: মূলগত দিক থেকে যে দ্রব্যের যাকাত ফরজ এমন বস্তু না হওয়া। কেননা একই দ্রব্যের উভয় দিক থেকে বা দু'বার যাকাত আদায় করা সম্ভব নয়। যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য, গবাদী পশু ইত্যাদি নিছাব পরিমাণ হলে তার মালিকের উপর যাকাত ফরজ। সুতরাং উল্লিখিত সম্পদ ব্যবসায়িক মালের অন্তর্ভুক্ত হলেও তার যাকাত মূলের দিক থেকেই আদায় হবে। ব্যবসায়িক দ্রব্য হিসাবে নয়।
- ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য নিছাব পরিমাণ হওয়া: ব্যবসায়িক পণ্য নিছাব পরিমাণ হতে হবে। আর তা হল, ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ অথবা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্যের মূল্যের সমপরিমাণ হওয়া।
- পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা: নিছাব পরিমাণ ব্যবসায়িক পণ্য পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকলেই কেবল যাকাত ফরজ। অন্যথায় যাকাত ফরজ নয়।

মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী যা দোকানে গচ্ছিত রেখে প্রতিনিয়ত ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তার যাকাত আদায় করা ফরজ। আর এসকল পণ্যের যাকাত আদায় করার জন্য মালিক তার দোকানে গচ্ছিত পণ্যের বর্তমান বাজারমূল্য হিসাব করে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিবেন। উল্লেখ্য যে, বিক্রয় করা হবে না এমন কোন জিনিস দোকানে থাকলে তার যাকাত আদায় করতে হবে না। যেমন ফ্রিজ যা পণ্যকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে দোকানের আসবাবপত্র যা বিক্রয় করা হয় না, তার যাকাত আদায় করতে হবে না।

(iv) জমির ক্ষেত্রে যাকাত:

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যতগুলো সম্পদ দান করেছেন তার মধ্যে জমি অতি মূল্যবান একটি সম্পদ। এই মূল্যবান সম্পদের কখন ও কিভাবে যাকাত আদায় করতে হবে তা নিম্নে আলোচনা করা হল:

-জমি যদি বসবাস অথবা চাষাবাদের কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে সেই জমির কোন যাকাত আদায় করতে হবে না। বরং উক্ত জমি থেকে যে শস্য উৎপাদিত হবে তা নিছাব পরিমাণ হলে তার ওশর বা যাকাত আদায় করতে হবে।

-উক্ত জমি ভাড়ায় খাটানো হলে অথবা ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিল্ডিং তৈরী করা হলে সেই জমির কোন যাকাত আদায় করতে হবে না। বরং তা থেকে অর্জিত নিছাব পরিমাণ অর্থ এক বছর অতিক্রম করলে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে।
-ব্যবসার উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় করলে (সরাসরি উক্ত জমি বিক্রয় করে লাভ করার উদ্দেশ্য থাকলে) এবং তা এক বছর অতিক্রম করলে সেই জমির বর্তমান বিক্রয়মূল্য হিসাব করে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত জমির বছর হিসাব করা হবে ঐ সময় থেকে, যখন থেকে তার নিকট জমি ক্রয় করার টাকা গচ্ছিত হয়েছে। এ সময় থেকে এক বছর অতিক্রম করলে উক্ত জমির বর্তমান মূল্যের শতকরা ২.৫০ টাকা হারে জমির কোন যাকাত আদায় করতে হবে না। বরং উক্ত জমি থেকে যে শস্য উৎপাদিত হবে তা নিছাব পরিমাণ হলে তার ওশর বা যাকাত আদায় করতে হবে।

-উক্ত জমি ভাড়ায় খাটানো হলে অথবা ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিল্ডিং তৈরী করা হলে সেই জমির কোন যাকাত আদায় করতে হবে না। বরং তা থেকে অর্জিত নিছাব পরিমাণ অর্থ এক বছর অতিক্রম করলে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে।
-ব্যবসার উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় করলে (সরাসরি উক্ত জমি বিক্রয় করে লাভ করার উদ্দেশ্য থাকলে) এবং তা এক বছর অতিক্রম করলে সেই জমির বর্তমান বিক্রয়মূল্য হিসাব করে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত জমির বছর হিসাব করা হবে ঐ সময় থেকে, যখন থেকে তার নিকট জমি ক্রয় করার টাকা গচ্ছিত হয়েছে। এ সময় থেকে এক বছর অতিক্রম করলে উক্ত জমির বর্তমান মূল্যের শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত প্রদান করবে। আর এক বছর অতিক্রম হওয়ার পূর্বেই জমি বিক্রয় করলে বিক্রয়লব্ধ টাকা নিছাব পরিমাণ হলে তা থেকে যাকাত আদায় করবে।

- ভূমির যাকাতের নিসাব পরিমাণ

অন্যান্য সম্পদের ন্যায় ভূমির নিসাব হলো ৮৫ গ্রাম সোনা অথবা ৫৯৫ গ্রাম রূপার বর্তমান বাজারমূল্য। পরিমাণ হলো, বছরান্তে ভূমির বাজারমূল্য হিসাব করে তার ২.৫% যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হবে। ব্যক্তি ভূমির মালিক হওয়া অথবা ভূমি ক্রয়ের দিন থেকে যাকাতবর্ষ গণনা করবেন এবং বছরান্তে নিসাবপূর্তি সাপেক্ষে বর্তমান বাজারদর হিসেবে আলাদা বা অন্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে ২.৫% হারে মুদ্রায় যাকাত প্রদান করবেন।

ব্যবসার উদ্দেশ্যে জমি ক্রয়-বিক্রয় করলেই কেবল সেই জমির বর্তমান বিক্রয়মূল্য হিসাব করে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে। আর ব্যবসার উদ্দেশ্য না থাকলে সেই জমির কোন যাকাত আদায় করতে হবে না। বরং তা থেকে অর্জিত অর্থ নিছাব পরিমাণ হলে তার শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে।

- ব্যবসায়িক ভূমির যাকাতের নীতিমালা:

ব্যবসার জন্য রক্ষিত ভূমির যাকাতযোগ্যতার বিষয়ে নিম্নোক্ত বিধান প্রযোজ্য। যাচাই করলে দেখা যায় যে, মুসলিমদের মালিকানাধীন ভূমি পাঁচ ধরনের—

১. ভবিষ্যতে নিজের আবাসন নির্মাণ অথবা সন্তানদের জন্য সম্পদ হিসাবে ক্রয়কৃত ভূমি। এ ধরনের জমির কোনো যাকাত আসবে না।

২. ভবিষ্যতে ঘর বা মার্কেট দোকান ইত্যাদি নির্মাণ করে ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত ভূমি। এ প্রকার ভূমির ওপরও যাকাত আসবে না। তবে সেগুলো থেকে প্রাপ্ত অর্থের ওপর নিসাব পূর্ণ হয়ে এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত আসবে।

৩. ফসল উৎপাদনের জমির ওপরও যাকাত হবে না। তবে উৎপাদিত ফসলের ওপর শরিয়াহ মোতাবেক উশর দিতে হবে।

৪. ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত ভূমি অর্থাৎ দাম বাড়ার পর বিক্রি করে দেওয়ার নিয়তে ক্রয়কৃত ভূমির যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। যদি সে ভূমির মূল্য নিসাব পরিমাণ হয়; কেননা এ ধরনের ভূমি ব্যবসায় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

৫. ক্রয়কৃত ভূমির ওপর বিল্ডিং নির্মাণ করে নির্মাণাবস্থায় বা নির্মাণ পূর্ণ হওয়ার পর ফ্ল্যাট হিসাবে বিক্রি করা হবে—এ ধরনের ভূমি ও বিল্ডিংয়ের দামের ওপর প্রতি বছর যাকাত দিতে হবে। এ বিষয়ে অধিকাংশ ফকিহগণের মত রয়েছে। তাদের মতে, ব্যবসার সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার যা যা শর্ত রয়েছে, সবগুলো এখানে পাওয়া যায়।

(v) ঋণের ক্ষেত্রে যাকাত

ঋণের যাকাত নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উলামায়ে কেরাম ঋণকে বহুভাগে বিভক্ত করেছেন। ফেরত পাওয়ার প্রত্যাশা বিবেচনায় ঋণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—শক্তিশালী, মধ্যম ও দুর্বল ঋণ। ফেরত পাওয়ার মেয়াদের বিবেচনায় ঋণ ২ প্রকার—ক্ষণস্থায়ী ঋণ ও দীর্ঘস্থায়ী ঋণ। ব্যবহারের দিক বিবেচনায় ২ প্রকারঃব্যক্তিগত ব্যবহার ও শিল্প ঋণ। প্রকারের ভিন্নতায় ঋণের যাকাতের বিধানেরও ভিন্নতা রয়েছে। প্রশ্ন হলো যিনি অন্যকে ঋণ প্রদান করেছেন এবং যিনি ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং এক চন্দ্রবছর অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদের উপর যাকাত ফরজ হবে কি?

যদিও আলেমদের বিশুদ্ধ মত হচ্ছে ঋণের ওপর যাকাত নেই। কিন্তু বিষয়টা এমন নয় যে, কোনো ঋণেই যাকাত নেই। কোন ঋণে যাকাত নেই এবং কোন ঋণের যাকাত আছে, নিম্নে কিছু মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করা হলো—

- ঋণদাতার যাকাতের বিধান

ঋণদাতা নিম্নোক্ত শর্ত মোতাবেক নিসাব ও বর্ষপূর্তি সাপেক্ষে প্রদত্ত ঋণের যাকাত আলাদা অথবা যাকাতযোগ্য অন্যান্য অর্থের সাথে মিলিয়ে যাকাত আদায় করবেন—

১. ঋণ হিসেবে প্রদত্ত অর্থ সন্দেহাতীতভাবে যাকাতবর্ষের মধ্যেই ফেরত পাবেন অথবা নিশ্চিতভাবেই কিছুদিনের মধ্যে ফেরত পাচ্ছেন; যাকাত হিসাবের সময় তা পাওয়া না গেলেও সেই ঋণের অর্থের ওপর যাকাত প্রযোজ্য হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর একটি বর্ণনায় এসেছে, "আপনার যেসব ঋণ ফেরত পাওয়ার প্রত্যাশা করছেন, বছরপূর্তিতে আপনার ওপর তার যাকাত প্রযোজ্য হবে।"[6]

২. ঋণদাতা ঋণের অর্থ শীঘ্রই ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা আছে বটে; কিন্তু কবে, কখন ফেরত পাবেন তা নিশ্চিত নয়। যেমন, দেনাদার ঋণ স্বীকার করছে, ভবিষ্যতে অস্বীকার করার সম্ভাবনা নেই এবং তার থেকে উসুল করাও সম্ভব। এমন হলে তিনি অর্থ ফেরত না পেলেও নিসাব পূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে প্রতি বছর বছরান্তে ঋণপ্রদত্ত অর্থের যাকাত দিয়ে যাবেন। আর যদি ঋণের অর্থের যাকাত দেওয়ার মতো সামর্থ্য তার না থাকে, তবে ঋণপ্রদত্ত অর্থ ফেরত পাওয়ার পর বিগত বছরসমূহের যাকাত হিসাব করে দিয়ে দেবেন।

[6] (ইসলামের যাকাত বিধান, ইউসুফ আল কারযাভী)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি কাউকে ঋণ প্রদান করল এবং সে তা ফেরত পাবে বলে নিশ্চিত, তাহলে তার ওপর ঋণের যাকাত দেওয়া আবশ্যক।"

আলী রা. বলেন, "যদি তিনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তবে ঋণের অর্থ ফেরত পাবার পর বিগত বছরসমূহের যাকাত প্রদান করবেন।"

উসমান রা. বলেন, "যে ঋণের অর্থ আপনি চাইলে ঋণগ্রহীতা থেকে ফেরত নিতে পারেন এবং ঋণগ্রহীতাও তা ফেরত দিতে সক্ষম; তবে লজ্জায় বা ভিন্ন উদ্দেশ্যে তা ফেরত চাচ্ছেন না, তাহলে আপনি সেই ঋণের যাকাত প্রদান করবেন।" [7]

৩. যদি ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, যেমন দেনাদার ঋণ অস্বীকার করছেন অথবা তিনি গরিব, ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য তার নেই অথবা ঋণ নিয়ে টালবাহানা করছেন, এসব ক্ষেত্রে ঋণের অর্থের ওপর যাকাত প্রযোজ্য হবে না। কারণ, ঋণ তার পূর্ণ আয়ত্তে নেই এবং সে তাতে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখে না। তবে ভবিষ্যতে কখনো ঋণের অর্থ ফেরত পেলে ওই বছরের যাকাত প্রদান করবেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, "তোমরা বছরপূর্তিতে তোমাদের সম্পদের যাকাত দাও। যে ঋণ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা আছে তার যাকাত দাও। আর যদি সন্দেহপূর্ণ ঋণ হয়, তবে ঋণগ্রহীতা ফেরত দেওয়ার পূর্বে তার যাকাত দিতে হবে না।"[8]

তেমনিভাবে, মানুষের নিকট যাদের বকেয়া রয়েছে, যেমন বকেয়া দেনমোহর, যা স্বামী এখনও স্ত্রীকে প্রদান করেনি, কাস্টমারের নিকট থাকা দোকানীর অবশিষ্ট কিস্তি, এ ছাড়া অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণের ওপরেও যাকাত নেই, যতক্ষণ না মালিক তা হস্তগত করবে। হাতে পাওয়ার পর থেকে যখন এক বছর পূর্ণ হবে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

অনুরূপভাবে চুরি যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্পদেও যাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ, তার ওপর মালিকের পুরোপুরি কর্তৃত্ব নেই। তবে সম্পদ ফেরত পাওয়ার পর নিসাব ও বছর পূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে তার ওপর এক বছরের যাকাত ওয়াজিব হবে।

- ঋণগ্রহীতার যাকাতের বিধান

[7] (ইসলামের যাকাত বিধান, ইউসুফ আল কারযাভী)

[8] (ইসলামের যাকাত বিধান, ইউসুফ আল কারযাভী)

ঋণগ্রহীতা অর্থাৎ যার নিকট মানুষের ঋণের অর্থ রয়েছে, তিনি ঋণ থেকে প্রাপ্ত অর্থের নিসাব ও বছর পূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে যাকাত প্রদান করবেন কি না, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। নিম্নে তা প্রদান করা হলো—

১. ঋণ নেওয়া ব্যক্তি যদি নিসাব পরিমাণ সোনা-রুপা অথবা ব্যবসায় পণ্যের মালিক হন, তবে তিনি তার সম্পদের যাকাত দেবেন, ঋণের কারণে যাকাত মওকুফ হবে না। সেক্ষেত্রে তিনি নিজের অন্যান্য সম্পদের সাথে ঋণ থেকে প্রাপ্ত অর্থ যোগ করবেন, অতঃপর পূর্ণ সম্পদের ওপর ২.৫% যাকাত প্রদান করবেন।

২. ঋণগ্রহীতা ঋণ থেকে প্রাপ্ত অর্থের যাকাত প্রদান করবেন, যদি ঋণ থেকে প্রাপ্ত অর্থ নিসাব পরিমাণ হয় ও তাতে বছর পূর্ণ হয় এবং সম্পদ তার আয়ত্তে ও কর্তৃত্বে থাকে। উমর রা. যাকাত আদায়ের সময় প্রত্যক্ষ সকল সম্পদের যাকাত গ্রহণ করতেন, তা ঋণের হলেও।

৩. যদি যাকাত প্রদানের সময় ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট মেয়াদ চলে আসে, তবে তিনি আগে ঋণ পরিশোধ করবেন। ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদ যাকাতের নিসাব থেকে কমে গেলে সেই সম্পদের যাকাত দিতে হবে না। অনুরূপভাবে, যার ওপর মান্নত বা কাফফারা ওয়াজিব (যেমন যিহার বা কসমের কাফফারা), তবে মান্নত বা কাফফারা আদায়ের পর তার সম্পদ নিসাব থেকে কমে গেলে তার ওপরও যাকাত আরোপিত হবে না। পুনরায় যখন নিসাব পরিমাণ হবে সঙ্গে সঙ্গে যাকাত দিতে হবে, হিজরি এক বছর পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করবে না। কারণ, আগেই তাতে বছর পূর্ণ হয়েছে।

- যাকাত হিসাবে ঋণ মওকুফ ও সমন্বয়

ঘরের আসবাবপত্র, যানবাহন ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু অথবা মিল-কারখানা, ফ্যাক্টরি, মেশিনারিজ ইত্যাদি ক্রয় বা বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণ যাকাতের নিসাব হতে বাদ দেওয়া যাবে না। কারণ, এ ঋণ নিয়ে মিল-কারখানা ইত্যাদি সম্পদ অর্জিত হয়েছে; সুতরাং একদিকে ব্যক্তির ঋণ আছে, অপরদিকে ঋণের পরিবর্তে সম্পদও রয়েছে। ব্যক্তি ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হলে উল্লিখিত সম্পদ থেকে ঋণপ্রদানকারী তার প্রাপ্য ঋণ উসুল করে নিতে পারবেন।

সুতরাং এ ধরনের ঋণ যাকাতের হিসাব হতে বাদ দেওয়া যাবে না। এ ধরনের ঋণ থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সোনা-রুপা, নগদ অর্থ বা ব্যবসার মালের মালিক হলে আবশ্যিকভাবেই যাকাত আদায় করবেন।

তবে উক্ত ঋণ দিয়ে ব্যবসার মালামাল ক্রয় করা হলে সেই ঋণ হতে চলতি বৎসরের পরিশোধযোগ্য কিস্তি পরিমাণ অর্থ যাকাতের নিসাব থেকে বাদ দেওয়া যাবে। সুতরাং প্রতি বছর যে পরিমাণ কিস্তি পরিশোধ করতে হবে, সে পরিমাণ ঋণ বিয়োগ করে অবশিষ্ট সম্পদের ওপর চলতি বছরের যাকাত দিতে হবে।

- যাকাত হিসাবে ঋণ মওকুফ করে দেওয়া

আবার যদি পাওনাদার ঋণগ্রস্ত গরিবকে এ শর্তে যাকাত দেয় যে, যাকাতের টাকা দিয়ে সে তার পাওনা পরিশোধ করবে, তাহলেও যাকাত আদায় হবে না। কারণ, সে ফেরত দেওয়ার শর্ত আরোপ করেছে।

(ক) নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক যদি দরিদ্র কোনো লোকের নিকট থেকে ঋণের টাকা পাওনা থাকেন, আর তিনি যাকাত বাবদ ওই টাকা মওকুফ করে দেন, তবে যাকাত আদায় হবে না।

(খ) আবার পাওনাদার যদি এ শর্তে তাকে যাকাত দেয় যে, সে ওই টাকা থেকে তার ঋণের পাওনা শোধ করবে, তাহলেও যাকাত আদায় হবে না।

(গ) তবে যাকাতদাতা যদি এ নিয়তে যাকাত দেয় যে, সে যাকাতের ওই টাকা থেকে তার পাওনা শোধ করবে, আর যাকাতগ্রহীতাও এ নিয়তে যাকাত গ্রহণ করে যে, এ টাকা নিয়ে সে তার পাওনা শোধ করবে—তাহলে এ পদ্ধতিতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। শর্ত হলো এ বিষয়ে তাদের মাঝে কোনো চুক্তি বা শর্ত কিংবা মৌখিক আলাপ থাকবে না। এ পদ্ধতিতে যাকাত আদায় হবে এবং ঋণগ্রস্তও ঋণ পরিশোধ করে ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

(vi) কোম্পানির যাকাতের নীতিমালাঃ

সকল ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের যাকাত মালিকগণের পক্ষে কোম্পানি কিংবা মালিকগণ নিজেরা প্রদান করবেন। সেক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা রয়েছে—

* কোম্পানির মোট অর্থের যাকাত কোম্পানির পক্ষ থেকে দিতে হবে। এতে সকল বিনিয়োগকারীর অর্থের যাকাত দেওয়া হয়ে যাবে। ব্যক্তিগত যাকাত হিসাব করার সময় এ অংশ বাদ দিতে হবে।

* অথবা প্রত্যেকে যাকাত দেওয়ার সময় কোম্পানি থেকে নিজের অংশের স্থিতি জেনে নেবেন এবং নিজের অন্যান্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে হিসাব করে যাকাত প্রদান করবেন।

* কোম্পানির যাকাত হিসাবের সময় স্থায়ী সম্পদ ছাড়া অন্য সব ধরনের সম্পদ যাকাত হিসাবের আওতায় আসবে।

* ব্যবসা-বিনিয়োগের ঋণের ক্ষেত্রে ততটুকু দায় হিসেবে পরিগণিত হবে, যতটুকু একান্তই ব্যবসায় ব্যবহার করা হয়েছে। কোম্পানির স্থায়ী সম্পদ বাড়াতে নেওয়া ঋণ দায় হিসেবে দেখানো যাবে না। কারণ, যে সম্পদের যাকাত নেই, সে সম্পদ অর্জনে গৃহীত ঋণও যাকাত ক্যালকুলেশনের দায় হিসেবে পরিগণিত নয়।

* প্রক্রিয়াধীন ব্যবসায় পণ্য এবং পণ্য নির্মাণে ব্যবহৃত সকল কাঁচামালের উপর যাকাত প্রযোজ্য। সেক্ষেত্রে নির্মাণ শিল্প, পোশাক শিল্প, ওষুধ শিল্প ইত্যাদির সকল কাঁচামাল এবং প্রক্রিয়াধীন সকল পণ্য যাকাতের ক্যালকুলেশনের সময় সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হবে।

* যৌথ মালিকানাধীন কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার সময় এরূপ রেজ্যুলিউশন গ্রহণ করতে হবে যে, এ কোম্পানিতে বিনিয়োগকারী সকলের যাকাত কোম্পানি প্রদান করবে অথবা সকল মালিক তাদের অংশের যাকাত আলাদাভাবে প্রদান করবেন।

* কোম্পানির যাকাতের রেট হলো পরিশোধযোগ্য যাকাতের পরিমাণ = নেট যাকাতযোগ্য সম্পদ/আয় থেকে ২.৫%। আর ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হিসাব করলে ২.৫৮%।

(vii) যৌথ মূলধনী কোম্পানির যাকাত

যৌথ মূলধনী কোম্পানির মোট মূলধনকে সমান মূল্যবিশিষ্ট বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রাংশে বিভক্ত করা হয়। এরূপ ক্ষুদ্রাংশগুলোকে শেয়ার বলে। এরূপ শেয়ারের মালিককে কোম্পানির নিট সম্পত্তির একজন অংশীদার গণ্য করা হয়।

কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের উদ্দেশ্য হলো—বৃহৎ কোম্পানির ব্যবসায় বিনিয়োগ, কোম্পানির আংশিক মালিকানা অর্জন এবং লভ্যাংশ বা মুনাফা অর্জন করা। তবে যেসব কোম্পানি ইসলামে নিষিদ্ধ অসামাজিক বা অনৈতিক ব্যবসায় লিপ্ত এবং নিষিদ্ধ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় বা সুদী কারবার ও দৈবনির্ভর লেনদেনে নিয়োজিত সেসব কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা বৈধ নয়।

যৌথ মূলধনী কোম্পানি নিজেই শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষে অথবা শেয়ারহোল্ডারগণ নিজেরাই নিজেদের যাকাত প্রদান করতে পারেন। কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষে শেয়ারের ওপর নির্ধারিত যাকাত প্রদান করে থাকলে শেয়ার মালিকদের নিজস্ব মালিকানাধীন শেয়ারের ওপর যাকাত দিতে হবে না। অন্যথায়, শেয়ার মালিকদের যথাযথ হিসাব-নিকাশ করে যাকাত পরিশোধ করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, যাকাতযোগ্য কোনো সম্পদই যাকাতের বাইরে থাকবে না। আবার কোনো সম্পদের যাকাত দুবার দেওয়া হবে না।

শেয়ার মালিকদের পক্ষ থেকে কোম্পানি যাকাত প্রদান করতে হলে কোম্পানির উপবিধিতে উল্লেখ থাকতে হবে অথবা কোম্পানির সাধারণ সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে হবে, যেখানে শেয়ার মালিকরা কোম্পানিকে যাকাত প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করবেন।

(viii) জমিজমা ও ইজারা সম্পত্তির যাকাত

আধুনিক প্রেক্ষাপটে ভূমির উপযোগ বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বেড়েছে এর বহুবিধ ও বিভিন্নমুখী ব্যবহার। ফলে ভূমির বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর যাকাতের বিধানের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনকালে ভূমির ব্যবহার এতটা বিবিধ ও ব্যাপক না থাকায় ভূমির যাকাতের বিধানও ছিল কয়েকটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এখানে ভূমি বলতে আমরা শুধু জমিকেই বোঝাচ্ছি না; বরং ভূমি বলতে বোঝাচ্ছি ভূমি এবং ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্থাপনা।

তাছাড়া রিয়েল এস্টেট বলতে আমরা বোঝাচ্ছি, বাসা-বাড়ি, ফ্ল্যাট, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-শপিং মল, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, গুদাম ইত্যাদি ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিনির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভূমিসমূহ। আর এরূপ ভূমির মালিকানা যেকোনোভাবেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, যেমন : ক্রয়, দান, উত্তরাধিকার ইত্যাদি, তাতে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে যাকাত প্রযোজ্য হবে।

জমির যাকাতযোগ্যতা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্র:

১. ভূমির যাকাতযোগ্যতার বিষয়টি ভূমির ব্যবহার (যেমন : বিক্রয়, ভাড়া, নিজ বসবাসের বাসাবাড়ি নির্মাণ বা ফসল উৎপাদন ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যবহার) ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল।

২. ভূমির যাকাত বালেগ, নাবালেগ, বুদ্ধিমান, নির্বুদ্ধি, এতিম, এতিম নয় এমন সকলের ওপরই সমানভাবে নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে প্রযোজ্য।

৩. ভূমির যাকাতযোগ্যতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বা অর্ধেক বা কিয়দংশ ভূমির মালিক হলেও তার মূল্যবান নিসাব পরিমাণ পৌঁছলেই তাতে যাকাত আরোপিত হবে।

৪. ভূমির যাকাত কখনো আরোপিত হয় মূল ভূমির মূল্যমানের ওপর, আবার কখনো ভূমির উপার্জন, উৎপাদন ও ফসল ইত্যাদির ওপর প্রযোজ্য।

৫. ভূমির যাকাত হিসাব করা হবে প্রতি চন্দ্রবছর শেষে একটি নির্ধারিত দিন তারিখে, তৎকালীন বাজারমূল্য অনুসারে, চাই বাজারমূল্য ক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি বা কম হোক। আর বছরপূর্তি হিসেবে করা হবে ব্যক্তি যে অর্থ দিয়ে এ ভূমি ক্রয় করেছে তার মালিকানার দিন থেকে, ভূমি ক্রয়ের দিন থেকে নয়।

৬. জমিজমার যাকাতের ক্ষেত্রে মূল বক্তব্য হলো, যেসব ভূমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে তা যাকাতযোগ্য। যেসব ভূমিতে ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজন নিয়ে

বসবাস করছেন, অথবা আপন বসবাসের বাড়িঘর নির্মাণের জন্যে নির্ধারণ করে রেখেছেন, সেগুলোর ওপর যাকাত প্রযোজ্য নয়।

৭. ভূমি ক্রয় বা অধিগ্রহণের সময়ই কেউ ব্যক্তিগত ব্যবহারের নিয়তে করুক বা পরবর্তীতে সেই নিয়তে করুক, তাতে বিধানের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হবে না। অতএব, ব্যক্তিগত ব্যবহারের নিয়তে থাকলেই যেকোনো ভূমি যাকাত বহির্ভূত সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে, যদিও তা কারো কাছে যুগযুগ ধরে থেকে যায়।

(ix) গুপ্তধনের যাকাত

অধিকাংশ আলেম বলেছেন, গুপ্তধন বলতে জমিনে পুঁতে রাখা সকল সম্পদকে বোঝানো হয়, যেমন : প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু, স্বর্ণ, রূপা, সীসা, পিতল, বাসন-কোসন ও অন্যান্য আসবাবপত্র। তবে তা জাহিলি যুগের হওয়া শর্ত, অর্থাৎ নিশ্চিত হতে হবে যে, গুপ্তধন ইসলামের পূর্বযুগে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে। গুপ্তধনের গায়ের তারিখ ও অন্যান্য নিদর্শন দেখে তা অনুমান করা যেতে পারে। কেউ যদি নিজের জমি খনন করতে গিয়ে তার সন্ধান পায় কিংবা ঘরের খুঁটি অথবা কূপ অথবা কোনো খনন কাজে বেরিয়ে তা হলেই তাকে ‘গুপ্তধন’ বলা হবে।

গুপ্তধন নির্ণয় করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিতে হবে -

(১) যদি গুপ্তধন বের করতে টাকা-পয়সা ব্যয় হয়, তখন সেটি গুপ্তধন থাকবে না; অন্যান্য সম্পদের ন্যায় সাধারণ সম্পদ বলে গণ্য হবে।

(২) গুপ্তধন পাওয়া জমি যার নিকট থেকে কেনা হয়েছে, গুপ্তধনের সম্পদ তারই, এমন কোনো প্রমাণ থাকলে ওই গুপ্তধন তাকে (পূর্বের মালিককে) ফেরত দেওয়া হবে। আর তিনি তার যাকাত আদায় করবেন।

(৩) জমি যদি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন হয়, আর রাষ্ট্র কাউকে লিজ বা ভাড়া দেয়, তাহলে রাষ্ট্রকে গুপ্তধন ফেরত দেওয়া আবশ্যক। রাষ্ট্র যাকাত আদায় করবে।

(৪) যদি জানা যায় গুপ্তধন ইসলাম বিকাশ লাভ করার পর মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে, তাহলে তা গুপ্তধন বলে বিবেচিত হবে না, বরং কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে।

(৫) এমন কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমে তার প্রাপ্তির কথা এক বছর ঘোষণা করা হবে, যেন মালিক পর্যন্ত ঘোষণা পৌঁছে যায়। যদি নিদর্শন দ্বারা মালিকের পরিচয় পাওয়া যায় তবে তাকে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। অন্যথায় সে নিজেই তার মালিক হবে এবং নিসাব বরাবর হলে তার যাকাত দেবে, কারণ এটি জাহিলি যুগের গুপ্তধন নয়। [9]

- গুপ্তধন থেকে যাকাত দেওয়ার পরিমাণ

নবী সা. বলেছেন, "وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" "গুপ্তধনের যাকাত এক-পঞ্চমাংশ।" —সহিহ বুখারী ও মুসলিম

যে গুপ্তধন পাবে সে গুপ্তধন থেকে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত দেবে। অধিকাংশ আলেম বলেছেন- যে গুপ্তধন পাবে তার দায়িত্ব এক-পঞ্চমাংশ যাকাত বের করা, সে মুসলিম হোক বা মুসলিম দেশে বসবাসকারী জিম্মি হোক। গুপ্তধনের প্রাপককে মুসলিম শাসক বাধ্য করবেন, যেন রাষ্ট্রের নিকট এক-পঞ্চমাংশ যাকাত হস্তান্তর করে; সে ছোট, বড়, সুস্থ বা পাগল যাই হোক। আরেকটি হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় পাঁচভাগ থেকে অবশিষ্ট চার ভাগ প্রাপকের হক।

গুপ্তধনের নিসাব

হাদীসের বাহ্যিক অর্থ বলে, গুপ্তধনে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট নিসাব শর্ত নয়। অধিকাংশ আলিমের মতও তা-ই। অতএব, যে জাহিলি যুগের গুপ্তধন পাবে, সে তার এক-পঞ্চমাংশ যাকাত দেবে, পরিমাণ কমবেশি যাই হোক।

- এক-পঞ্চমাংশ গুপ্তধনের হকদার

গুপ্তধন থেকে "এক পঞ্চমাংশ যাকাতের আট খাতে ব্যয় করবে, না গনীমতের ন্যায় জনস্বার্থে ব্যয় করবে" - এ বিষয়ে হাদীসে স্পষ্ট করা হয়নি। তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, এক-পঞ্চমাংশ জনস্বার্থে ব্যয় করবে।

অর্থাৎ মুসলিম শাসক তার খাত নির্ণয় করবে, যেখানে স্বার্থ দেখবে সেখানে ব্যয় করবে।[10]

- গুপ্তধন থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করার সময়

[9] (আশ-শারহুল মুমতি ৬/৯৬-৯৭)

[10] (তামামুল মিন্নাহ ফিত-তালিক আলা ফিকহিস সুন্নাহ : ২৭৮)

গুপ্তধন থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করার জন্য বছর পূর্ণ হওয়া জরুরি নয়; যখন পাবে তখনই তার এক-পঞ্চমাংশ যাকাত দেবে, এতে কারো দ্বিমত নেই।

(x) তৈজসপত্রের যাকাত

কোনো ব্যক্তির নিকট দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য যদি সোনা বা রূপার তৈজসপত্র থাকে এবং তার ওজনমূল্য নিসাব পরিমাণ হয় তবে তাকে প্রতিবছর সোনা-রূপার হিসাবে যাকাত আদায় করতে হবে।

(xi) পোশাক-পরিচ্ছদের যাকাত

মূল্য ও পরিমাণ নির্বিশেষে পোশাক-পরিচ্ছদ যাকাতের আওতাবহির্ভূত। তবে পোশাক-পরিচ্ছদে যদি সোনা-রূপার সূচিকর্ম বা এসব ধাতুতে নির্মিত সুতোর ব্যবহার থাকে এবং এরূপ সোনা-রূপার ওজন যদি নিসাব পূর্ণ করে তবে সংশ্লিষ্ট অংশগুলোর জন্য প্রতি চন্দ্রবছরে যাকাত আদায় করতে হবে।

চাকুরিজীবীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত টাকার যাকাত আদায়ের বিধানঃ

প্রভিডেন্ট ফান্ডের যাকাত চাকুরির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর প্রভিডেন্ট ফান্ড নামে যে টাকা দেওয়া হয়, তার দুটি অবস্থা হতে পারে। যথা:

এক. বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ড

এ ফান্ডের নিয়ম হলো, চাকুরিজীবীর সম্মতি না থাকলেও সরকার বা কোম্পানি মাসিক বেতন থেকে কিছু টাকা কেটে রাখে। এ অবস্থায় মাসআলা হলো, চাকুরির মেয়াদ শেষে প্রভিডেন্ট ফান্ডের নামে যত টাকা পাবে, সম্পূর্ণটা তার জন্য গ্রহণ করা হালাল হবে।

কেননা প্রতি মাসে বেতনের যে অংশ সে হাতে পায়নি, তা তার মালিকানায় আসেনি। সুতরাং বেতন থেকে কর্তিত মূল টাকার সাথে যা বাড়তি পাবে, তা তার মালিকানাভুক্ত টাকার ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে বলে ধরা হবে না; বরং শুরু থেকেই কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় দিয়েছে বলে ধরা হবে। তাই তা গ্রহণ করা জায়েজ হবে। এক্ষেত্রে এ ফান্ডে জমাকৃত টাকা হাতে পাওয়ার পর কেবল চলতি বছরের যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হবে। অতীতের বছরগুলোর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

দুই. ঐচ্ছিক প্রভিডেন্ট ফান্ড

এ ফান্ডের নিয়ম হলো, চাকুরিজীবির সম্মতি না থাকলে তার মাসিক বেতন থেকে টাকা কাটা হয় না। এ ক্ষেত্রে মাসআলা হলো, চাকুরির মেয়াদ শেষে মাসিক বেতন থেকে কর্তিত মূল টাকা গ্রহণ করা জায়েজ হবে।

এ ক্ষেত্রে মাসআলা হলো, চাকুরির মেয়াদ শেষে মাসিক বেতন থেকে কর্তিত মূল টাকা গ্রহণ করা জায়েজ হবে। তার চেয়ে বেশি নেওয়া জায়েজ হবে না। কারণ, কর্তিত টাকার চেয়ে বেশি যা দেওয়া হবে, তা সুদ।

এক্ষেত্রে চাকুরির বেতন থেকে যত টাকা জমা হয়েছে, যদি তা নেসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয়, অথবা চাকুরিজীবি যদি আগে থেকেই নেসাবের মালিক হয়, তাহলে প্রতি বছর এ ফান্ডে মূল বেতন থেকে যত টাকা জমা হয়েছে, তার ওপর যাকাত আদায় করতে হবে। আর কর্তিত মূল টাকার ওপর বর্ধিত অংশ যেহেতু সুদ, তাই তাতে ওয়াজিব হবে না। এ টাকা গ্রহণ করাও জায়েজ হবে না; বরং সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দেওয়াই এর বিধান।

প্রাইজবন্ডের যাকাত

প্রাইজবন্ড একটি সুদি প্রক্রিয়া। সুতরাং তা ক্রয় করা নাজায়েজ। একইভাবে প্রাইজবন্ডের ওপর লটারির মাধ্যমে লাভের নামে যে অর্থ দেওয়া হয়, সুদ হওয়ার কারণে তা-ও গ্রহণ করা নাজায়েজ ও হারাম। তাছাড়া প্রাইজবন্ডে সুদের সাথে জুয়াও আছে। কেননা প্রাইজবন্ড ক্রেতার মনে এ উদ্দেশ্য থাকে যে, লটারিতে যদি তার নাম আসে, অনেক টাকা পাবে, না আসলে পাবে না। এটাই জুয়া। প্রাইজবন্ডের মূল ক্রয়মূল্যের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর লটারিতে যদি নাম আসে, তাহলে ক্রয়মূল্যের ওপর অতিরিক্ত যা দেওয়া হবে, তা গ্রহণ করা জায়েজ হবে না। কেউ যদি গ্রহণ করে, সওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরিবদের সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব।

ব্যাংকের টাকা ও কোম্পানির শেয়ারের যাকাত:

ব্যাংকের টাকার বিধানও আমানতের টাকার মতো। কেননা ব্যাংক মূলত অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের আমিন বা আমানতদার। একইভাবে কোম্পানি তার শেয়ার হোল্ডারদের আমানতদার। সুতরাং একাউন্ট হোল্ডার এবং শেয়ার হোল্ডারদের অনুমতি ছাড়া তাদের টাকা থেকে যাকাত দেওয়া বা কেটে রাখার দ্বারা তাদের যাকাত আদায় হবে না। অনুদান ও জনসেবার বিধানও একই। অর্থাৎ তদ্রূপ তাদের অনুমতি ছাড়া তাদের টাকা থেকে ব্যাংক বা কোম্পানি আর্থিক অনুদান বা জনসেবাও করতে পারবে না।

যাকাত অনাদায়ে শাস্তি:

যারা যাকাত আদায় করে না, কেয়ামতের দিন তাদের কী কঠিন শাস্তি হবে, তা শুনলেই গা শিউরে উঠে, হৃদয় কেঁপে উঠে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

"যারা স্বর্ণরোপ্য তথা ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না (যাকাত আদায় করে না, হে রাসূল!) আপনি তাদেরকে সেই দিনের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিয়ে দিন, যেদিন স্বর্ণরোপ্য জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের চোয়ালে, পৃষ্ঠে ও পার্শ্বে দাগানো হবে।

আর বলা হবে, এতো সেই সোনারূপা, যা তোমরা কুক্ষিগত করে রাখতে। সুতরাং আজ সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার মজা দেখো।" (সূরা তাওবা ৯/৩৫)

একটি হাদীসে আয়াতের এ বিষয়বস্তু আরো বিস্তারিতভাবে এসেছে,

مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ، وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

যে ব্যক্তির নিকট সোনারূপা আছে, কিন্তু সে এর হকসমূহ আদায় করে না (যাকাত দেয় না), কেয়ামতের দিন সেই স্বর্ণরোপ্য দিয়ে পাত বানানো হবে। এরপর দোযখের আগুনে তা পুড়িয়ে উত্তপ্ত করে তার পিঠে, পার্শ্বে ও কপালে দাগ দেওয়া হবে। কেয়ামত সংঘটিত হওয়া এবং বিচার-কার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত পুরো সময় এই আযাব তার উপর

চলতে থাকবে। আর এ সময়ের দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮৭)

অন্য আয়াতে এসেছে-

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। আর আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও যমীনের পরম সত্ত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা কর; আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন।" (সূরা আলে ইমরান: ১৮০)

কিছু হাদীসে এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার কঠিন শাস্তির কথা এসেছে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাঁর আযাব ও গজব থেকে হেফাজত করুন।

একটি হাদীসে এসেছে-

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ " : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ أَنَا مَالُكَ ، ثُمَّ يَقُولُ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتِهِ " الآية . لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ : ثُمَّ تَلَا أَنَا كَنْزُكَ" .

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা যাকে সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে যাকাত আদায় করেনি। কেয়ামতের দিন তার ঐ সম্পদকে কপালে দুটি কালো চিহ্ন বিশিষ্ট সাপের আকৃতি দান করা হবে। ঐ সাপ তার গলা পেঁচিয়ে ধরবে। অতঃপর তার উপর চড়ে দংশন করবে আর বলতে থাকবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার গচ্ছিত ধনভাণ্ডার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এই আয়াতটি) তেলাওয়াত করেন।" (সহীহ বুখারী: ১৪০৩)

উপসংহার

ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান। যার মধ্যে নিহিত আছে মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান । আর অর্থনৈতিক সমস্যা মানব জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশে দু'টি প্রধান অর্থনৈতিক মতবাদ প্রচলিত আছে। পুঁজিবাদের বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। এডম স্মীথের হাত ধরে যে পুঁজিবাদের যাত্রা তাতে শুধুই ব্যক্তিস্বার্থ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার গন্ধ। ব্যক্তির ভোগ ও তৃপ্তি চূড়ান্ত হতে হবে,সর্বোচ্চ পরিমাণ তৃপ্তি বা উপযোগ লাভের সর্বাত্নক চেষ্টা পুঁজিবাদের মূল দর্শণ । সমাজের হতদরিদ্র বা বঞ্চিতদের জন্য ছাড় দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাও এর কোন সমাধান বের করতে পারেনি। আদর্শিকভাবে এই দুই বিপরীত মেরুর বিরুদ্ধে ইসলাম আমাদেরকে যাকাতের বিধান দিয়েছে। যার ফলে ব্যক্তির নৈতিক ও মানসিক উন্নতি হয় । সমাজ থেকে শ্রেণীবৈষম্য বিদূরিত হয় । গড়ে ওঠে অসহায় গরীব ও বিত্তবানদের মধ্যে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক । হ্রাস পায় গাছতলা ও পাঁচতলার ভেদাভেদ। যাকাত ধনী-গরীবের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করে। যাকাত আদায়ের ফলে অন্তর পরিস্কার ও পরিশুদ্ধ হয় এবং কৃপণতার মত ঘৃণ্য চরিত্র থেকে মুক্তিলাভ করা যায়। যাকাত ব্যক্তিকে দানশীল, মহানুভব এবং অভাবে জর্জরিত বঞ্চিত মানবতার প্রতি দয়া পরবশ হতে অভ্যস্ত করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত ও বিনিময় লাভ করা যায়। গোনাহ সমূহ মোচন হয়। যাকাত প্রদানের কারণে অর্থের অন্ধ মোহ হ্রাস পায়। অপচয় থেকে মুক্ত থাকা যায় ও গরীব-দুঃখীদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার মানসিকতা তৈরি হয় । ফলে দুনিয়াতে গড়ে ওঠে সুশীল ও সুন্দর সমাজ। এবং পরকালে অর্জিত হয় জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামত। আল্লাহ আমাদেরকে তা অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমিন।